বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৬-২০১৭

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর

নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১০ হতে ২০১৬

সালের হিসাব সম্পর্কিত

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

নিরীক্ষা বছর : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১০ হতে ২০১৬
সালের হিসাব সম্পর্কিত

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	Abbreviation & Glossary	
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৭
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৬০
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৬০
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১০ হতে ২০১৬ সালের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর শিল্প,বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয় এবং প্রাপ্ত লিখিত জবাব বিবেচনা করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

বঙ্গাব্দ
তারিখ: ________
১৮/৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations & Glossary

১	Acceptance	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র।
৩	Bordereaux	-	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাবীকের সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানীর দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে।
৪	C.C(HYPO) সিসি (হাইপো)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১.৫ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৫	CC(Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণগ্রহিতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)।
৬	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৭	Cost of Fund :	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৮	CRC	Central Rating Committee	বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়ন।
৯	ECC (ইসিসি)	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১০	EEF (ইইএফ)	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা তৈরীতে সমমূলধনী সহায়তা তহবিল। কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।
১১	ETP(ইটিপি)	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১২	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৩	FBPN (এফবিপিএন)	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
১৪	FC Account (এফসি একাউন্ট)	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC Account খুলতে হয়।
১৫	FL(Funded liability)	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আর্ন্তজাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
১৬	FL/DL(ফোর্সড লোন/ ডিমান্ড লোন)	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
১৭	IDCP (আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১৮	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
১৯	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।

২০	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
২১	Non-funded liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আর্ন্তজাতিক ঋণ। যেমন:-ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
২২	PAD (পিএডি)	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
২৩	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
২৪	PSC (পিএসসি)	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
২৫	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
২৬	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২৭	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৮	এলডিবিপি	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৯	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩০	ডাউন পেমেন্ট	Down Payment	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের সপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩১	পুন:তফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহিতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩২	ব্লক ঋণ হিসাব সুবিধা	-	ঋণ গ্রহিতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহিতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৩	বিএমআরই BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে গৃহীত কার্যক্রম।
৩৪	ডেফার্ড এলসি	Deferred LC	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
৩৫	PCR	Project Completion Report	সরকারি ভৌত অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই সনদপত্র ইস্যু করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত অর্থ টাকায়
০১	সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৭১,৮৩,০৭,৪৪৪/-
০২	অনিয়মিতভাবে খেলাপী ঋণ অবলোপন করায় এবং দীর্ঘকাল আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের	৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/-
০৩	মেয়াদ উত্তীর্ণ সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৩২,৯০,২৬,০০০/-
০৪	প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	১৮,২৪,৫৬,৯৮৪/-
০৫	মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো), প্রকল্প ও ব্লক ঋণ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৬,৮৭,১৪,৭৪০/-
০৬	ডিমান্ড লোনের দেনা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সিসি (হাইপো) ও এলসি সীমা নবায়ন করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় টাকা অনাদায়ি।	৮,৬০,৫৭,৬৫০/-
০৭	মেয়াদ উত্তীর্ণ পিএডি ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৭,৬৬,৯৫,৯১৬/-
০৮	পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসমূহ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৫,৭৯,৬৬,৪৬২/-
০৯	প্রকল্প ঋণের খেলাপি দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	১,৯৯,২৩,০০০/-
১০	মঞ্জুরিপত্রে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ নির্ধারিত পরিশোধ মেয়াদে আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি।	১,৫২,৯৮,৪৫৯/-
১১	সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	২,২৫,২১,৮১৩/-
১২	সিসি (হাইপো) ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	১০৩,৩৪,৬৪,২১২/-
১৩	মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করায় এবং বিতরণকৃত ঋণটি খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৫,৯৬,৮৭,৭০৩/-
১৪	অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করায় এবং পরবর্তীতে ঋণটি শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	২৪,৭৫,০০,০০০/-
১৫	পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	১৯,০৮,৯০,০৪৬/-
১৬	ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণের পরিশোধসূচী পুনঃবিন্যাস করার পরও তা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১২,২৪,১৭,০১৯/-
১৭	মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও প্রদত্ত ঋণ আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৫৩,৬৫,৭৪,১৬০/-
১৮	প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ এবং খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৮,০৩,০৭,০০০/-
১৯	প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ অনাদায়ি ও শ্রেণিকৃত কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	২৫,২৪,৫৭,৪৪২/-
২০	ডিমান্ড লোন প্রদানের পর তা মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৯,৪৯,৮৫,৫৬৬/-
২১	শিল্প ঋণ প্রদানের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৩,৬০,৫২,১৫০/-
২২	প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় খেলাপি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৩,৫৮,৮১,৩৪৬/-
২৩	সিসি (হাইপো) ও সিসি (প্লেজ) ঋণ সুবিধা সীমার অংক নবায়ন করার পরও মেয়াদোত্তীর্ণ অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	৪,৫০,৮৪,১৫০/-
২৪	প্রকল্প পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং পূণঃতফসিল করার পর ও ব্যাংকের অনাদায়ি।	১০,৬০,১২,২০২/-
	সর্বমোট	৪৯৬,৫৫,৩৮,২৬৩/-

কথায় : চারশত ছিয়ানব্বই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত তেষট্টি টাকা ।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০১০ হতে ২০১৫ সাল।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা (Compliance Audit) ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২০১৪ হতে ২০১৫	০৭/০২/২০১৬ হতে ০৪/০৫/২০১৬ পর্যন্ত
২.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা	২০১৪ হতে ২০১৫	০৭/০২/২০১৬ হতে ১১/০৪/২০১৬ পর্যন্ত
৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, কোর্ট রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ	২০০৮ হতে ২০১৪	০৩/০১/২০১৬ থেকে ২৬/০১/২০১৬ পর্যন্ত
৪.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ঈশ্বরদী শাখা, পাবনা	২০১৪	১১/১২/২০১৫ হতে ২০/১২/২০১৫ পর্যন্ত
৫.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয় পাবনা এর আওতাধীন আতাইকুলা শাখা, কলেজ গেট শাখা, আঃ হামিদ রোড শাখা এবং হাজী মোঃ মহসিন রোড শাখা	২০১১ হতে ২০১৪	০৯/১১/২০১৫ হতে ১৭/০১/২০১৬ পর্যন্ত
৬.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, রাজশাহী	২০১৩ হতে ২০১৫	০৭/০২/২০১৬ হতে ১৬/০২/২০১৬ পর্যন্ত
৭.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়,বগুড়া (দক্ষিণ) এবং অধীনস্থ সেনানিবাস ও নন্দিগ্রাম শাখা	২০১৩ হতে ২০১৫	১১/০৫/২০১৬ হতে ১৪/০৭/২০১৬ পর্যন্ত
৮.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়া উত্তর	২০১৩ হতে ২০১৫	২৯/০৪/২০১৬ হতে ১৪/০৭/২০১৬ পর্যন্ত
৯.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, লালদিঘী পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম	২০১৪ ও ২০১৫	০৭/০২/২০১৬ হতে ২১/০৩/২০১৬ পর্যন্ত
১০.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, লালদিঘীরপাড় কর্পোরেট শাখা, সিলেট	২০০৯ হতে ২০১৫	০৭/০২/২০১৬ হতে ১৫/০২/২০১৬ পর্যন্ত
১১.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়,যশোর	২০১৪	২৩/১১/২০১৫ থেকে ২৪/১১/২০১৫ পর্যন্ত
১২.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, যশোর শাখা	২০১২ হতে ২০১৪	৩০/১২/২০১৫ হতে ০৫/০১/২০১৬ পর্যন্ত
১৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সলিমগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০১০ হতে ২০১৫	০২/০৩/২০১৬ হতে ০৮/০৩/২০১৬ পর্যন্ত
১৪.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ০৭টি শাখা যথাক্রমে বাঞ্ছারামপুর শাখা, নবীনগর শাখা, আশুগঞ্জ শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা, টি এ রোড শাখা, জগত বাজার শাখা ও কসবা শাখা	২০০২ হতে ২০১৫	১১/০৫/২০১৬ হতে ১৪/০৭/২০১৬ পর্যন্ত

- **ফলোআপ অডিটের সময়কাল : ফেব্রুয়ারি ২০২০**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা সাল :

- ২০০১ হতে ২০১৬ সালের হিসাব সম্পর্কিত।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা (Compliance Audit) ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১৫.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয় ও উহার আওতাধীন ৯টি শাখা, রংপুর।	২০১৩ হতে ২০১৫	১১/১১/২০১৬ হতে ১৬/০১/২০১৭পর্যন্ত
১৬.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রংপুর শাখা, রংপুর।	২০১৩ হতে ২০১৫	১৭/১১/২০১৬ হতে ২৩/১১/২০১৬ পর্যন্ত
১৭.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর আওতাধীন মনকষা শাখা, শিবগঞ্জ শাখা, রহনপুর শাখা, খামার শাখা, আমনুরা শাখা, মোবারকপুর শাখা, সদরঘাট শাখা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা।	২০০১ হতে ২০১৫	১৮/১১/২০১৬ হতে ১৬/০১/২০১৭পর্যন্ত
১৮.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল এর নিয়ন্ত্রণাধীন চকবাজার শাখা।	২০১৪ ও ২০১৫	৩০/০৬/২০১৬ হতে ১২/০৭/২০১৬ পর্যন্ত
১৯.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	২০১৩ হতে ২০১৬	১৯/০২/২০১৭ হতে ১৯/০৩/২০১৭ পর্যন্ত
২০.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	২০১১ হতে ২০১৬	২৮/০৬/২০১৭ হতে শুরু
২১.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ (জাঃ ভঃ) কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	২০১৩ হতে ২০১৫	০১/০৯/২০১৬ হতে ০৩/১০/২০১৬ পর্যন্ত
২২.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	২০১৩ হতে ২০১৫	২৮/০৫/২০১৭ হতে ২২/০৬/২০১৭ পর্যন্ত
২৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	২০১৪ হতে ২০১৬	০১/০২/২০১৭ হতে ২৩/০২/২০১৭ পর্যন্ত
২৪.	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এবং উহার আওতাধীন বাজুবাঘা, চারঘাট, লক্ষীপুর, নওহাটা, বিশ্ববিদ্যালয়, পুঠিয়া, নগরভবন, বানেশ্বর ও কর্পোরেট শাখা।	২০১৩ হতে ২০১৬	২৬/০৪/২০১৭ হতে ২২/০৬/২০১৭ পর্যন্ত

- **ফলোআপ অডিটের সময়কাল : ফেব্রুয়ারি ২০২০**

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

- মহাপরিচালক, শিল্প,বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম: সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৭১,৮৩,০৭,৪৪৪/- (একাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ সাত হাজার চার শত চুয়াল্লিশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয় (জড়িত শাখা রংপুর শাখা) ও উহার আওতাধীন ৯টি শাখা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে সিসি (হাইপো) ঋণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় টাকা ৭১,৮৩,০৭,৪৪৪/- (একাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ সাত হাজার চার শত চুয়াল্লিশ মাত্র) অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অনুমোদনক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রংপুর শাখা, রংপুর কর্তৃক মেসার্স এরিস্টোক্র্যাট এগ্রো লিমিটেড এর অনুকূলে পত্র নং আইসিডি-১/মঞ্জুর/এরিস্টোক্র্যাট/০৭/২০১৩ তারিখঃ ২৩-৯-২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদী ঋণ বাবদ টাকা ৩০,০০,০০,০০০/-(ত্রিশ কোটি) এবং চলতি মূলধন ঋণ টাকা ৫,০০,০০০০০/-(পাঁচ কোটি) টাকা সর্বমোট টাকা ৩৫,০০,০০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ কোটি) টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় (কপি সংযুক্ত)। রংপুর জেলাধীন তারাগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর ও বালাবাড়ি নামক মৌজার মোট ৬৮৮.০০ শতাংশ জমি সহায়ক জামানত হিসেবে রাখা হয়, যার মূল্য টাকা ২৪,০৮,০০০০/- (চব্বিশ কোটি আট লক্ষ)।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী:

(১) প্রতিষ্ঠানের মালিকের ব্যক্তিগত জামিননামা গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৩(গ)]।

(২) পরবর্তীতে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরির বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৩(ঘ)]।

(৩) বন্ধকী গ্রহণের পূর্বে ঋণের বন্ধকী দলিলের সকল খসড়া ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগ হতে অনুমোদন করে নিতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(ঘ)]।

(৪) সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক প্রকল্পের সার্বিক তদারকি বজায় রাখতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(ঞ)]।

(৫) মেয়াদী ঋণের সুদের হার হবে ১৫.৫০% (যখন যে হার প্রযোজ্য) এবং চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার হবে ১৬.০০% (যখন যে হার প্রযোজ্য) এবং পরবর্তীতে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরির বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(ড)]

(৬) সংশ্লিষ্ট শাখা, অঞ্চল এবং সার্কেলের তত্ত্বাবধানে আইন বিভাগের আইনজীবী কর্তৃক প্রণীত বন্ধকী দলিল ও ইরিভোকেবল পাওয়ার অব এটর্নি দলিলসহ অন্যান্য দলিলাদি 'ল ডিভিশন' থেকে ভেটেড করে নিতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(ত)]।

(৭) ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুসারে সকল দলিলাদি সম্পাদন এবং অন্যান্য নিয়মকানুন পরিপালনের পরই লিমিটটি বৈধ বলে গণ্য হবে। ঋণের দলিলপত্রাদি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ঋণ বিতরণ যোগ্য হবে [মঞ্জুরি পত্রের অনুচ্ছেদ নং-১১(৩)]

- Project Completion Report (PCR) কর্তৃক জমির মূল্য ধরা হয়েছে টাকা ৩০,৯৬,০০,০০০/- (ত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে সাবরেজিস্ট্রি অফিস তারাগঞ্জ কর্তৃক উক্ত মৌজার জমির প্রতি শতকের মূল্য টাকা ৫,০৩০/- (পাঁচ হাজার ত্রিশ) হিসেবে (৬৮৮x ৫০৩০.০০)= টাকা ৩৪,৬০,৬৪০/- (চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত চল্লিশ) নির্ধারণ করা হয়।
- সহায়ক জামানত হিসেবে একই পরিমাণ জমির উপর পত্র নং- আইসিডি-১/এরিস্টোক্র্যাট/০২/১৪ তারিখঃ ০৫/৩/১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণ সীমা বাড়িয়ে মেয়াদী ঋণ টাকা ৫৬,০০,০০,০০০/- (ছাপান্ন কোটি) এবং চলতি মূলধন ঋণ টাকা ১২,০০,০০,০০০/-(বার কোটি) সর্বমোট টাকা ৬৮,০০,০০,০০০/- (আটষট্টি কোটি) এ বর্ধিত করা হয় (কপি সংযুক্ত)।
- ১৩-৪-২০১৪ খ্রি. তারিখে প্রস্তাবনা পত্র মোতাবেক মেয়াদী ঋণ টাকা ৬১,০০,০০,০০০/- (একষট্টি কোটি) এবং চলতি মূলধন টাকা ১২,০০,০০,০০০/- (বার কোটি) থেকে কমিয়ে টাকা ৭,০০,০০০০০/- (সাত কোটি) করা হয়।
- সর্বশেষ ২২-৩-২০১৫ খ্রি.তারিখের পত্র নং- মসরসা/ঋণ/রং-২৫০/রশা-০৩/১৫ এর মাধ্যমে মেয়াদী ঋণের পরিমাণ টাকা ৬১,০০,০০,০০০/- (একষট্টি কোটি) ঠিক রেখে চলতি মূলধন ঋণ (সিসি হাইপো) টাকা ৭০,০০,০০,০০০/- (সত্তর কোটি) এ বৃদ্ধি করা হয় (কপি সংযুক্ত)।
- তাছাড়াও ২৯-৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট এ অতিমূল্যায়ন পূর্বক ঋণ প্রদান এর বিষয়টি বিবেচনা করে ঋণটিকে ঝুকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয় এবং কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করার পরামার্শ প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

- একই পরিমাণ সহায়ক সম্পত্তি জামানত হিসেবে রেখে প্রতি বছর ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন হয়নি। ঋণটি তদারকির অভাবে খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করা।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণটি পুনঃতফসিল ও নবায়ন প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণটি পুনঃতফসিল ও নবায়ন প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রায় ০২ (দুই) বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৩-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর আলোকে পুনঃতফসীল করার শর্ত হিসেবে মোট স্থিতির উপর ২% ডাউনপেমেন্ট বাবদ সমুদয় টাকা জমা না করায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের পুনঃতফসীল সুবিধার উপর অনাপত্তিপত্র প্রদান না করায় ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তি অনুযায়ী ৭১,৮৩,০৭,৪৪৪/-(একাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ সাত হাজার চার শত চুয়াল্লিশ) টাকার বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিট প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ১৯৭,৪৫,০০,০০০/- (একশত সাতানব্বই কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে খেলাপী ঋণ অবলোপন করায় এবং দীর্ঘকাল আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নিরানব্বই) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ঋণ হিসাব বিবরণী, অবলোপন রেজিষ্টার ও ফাইল এবং সংশ্লিষ্ট ঋণের নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, অনিয়মিতভাবে খেলাপী ঋণ অবলোপন করায় এবং দীর্ঘকাল আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নিরানব্বই) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট ''১" পৃঃ নং-০১ ও ০২ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এনপিএল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশের আলোকে খেলাপী ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স আর্চ লিঃ বিভিন্ন ঋণ হিসাবে দায় স্থিতি মোট টাকা ৬০,৪৬,০৬,৮৯৮/- হতে টাকা ৫,৭৩,৫০,০৯৯/- লেজার স্থিতি রেখে অবশিষ্ট টাকা (৬০,৪৬,০৬,৮৯৮-৫,৭৩,৫০,০৯৯) = টাকা ৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নিরানব্বই) অবলোপন করা হয়।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের স্মারক নং বিডি/বিএমএ/১২/৬৭৩ তারিখ: ২১-০৬-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণটি আদায়ের জন্য মামলার কার্যক্রম জোরদারকরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার শর্তে অবলোপন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় (প্রমাণক সংযুক্ত)।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা পরিপত্র নং-ঋআবি/১৬ তারিখ ০৩-০২-২০০৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৩ (ঝ) মোতাবেক অবলোপন প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু আপত্তিকৃত এ অবলোপন প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলোপনের দীর্ঘকাল পরও অডিট কালীন পর্যন্ত (১৯-০৩-২০১৭ খ্রি;) কোন টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়নি।
- জামানত জমি ৯৯ শতক ও ভবন এবং সহায়ক জামানতসহ (মৌজা- ভোগড়া, গাজীপুর) মোট মূল্য টাকা ১৭,৯৫,০০,০০০/- (সতের কোটি পঁচানব্বই লক্ষ)। ঋণের দায়ের তুলনায় সহায়ক জমানতের মূল্য অনেক কম। ফলে গ্রাহক কর্তৃক ঋণের দায় পরিশোধের কোন প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ঋণ লেজার স্থিতি ও অবলোপনকৃত মোট টাকা ৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নিরানব্বই) টাকা ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।
- ঋণ অবলোপন মানেই ঋণ গ্রহিতাকে ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া নয়। অর্থাৎ ঋণের টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি খেলাপী হিসাবেই চিহ্নিত থাকবেন [ঋণ মঞ্জুরির অনুচ্ছেদ নং ০৯]।
- অধিকতর পুরাতন ও ক্ষতিজনক হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ আগে অবলোপন করতে হবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য তদারকী কার্যক্রম জোরদার করতে হবে [ঋণ মঞ্জুরির অনুচ্ছেদ নং ১১]।
- কিন্তু অবলোপন করার পর তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও মামলা জোরদার করণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। সুতরাং কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ অবলোপনের শর্তাদি প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান আর্চ লিমিটেড এর সাথে পত্রালাপ/ফোনালাপ এবং ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতের মাধ্যমে ঋণটির দায় আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে পত্রালাপ/ফোনালাপ ও ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতের মাধ্যমে আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকার কথা বলা হলেও আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন তথ্য ২(দুই) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জানানো হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১২-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে আপত্তিটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা চলমান। ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত গ্রাহক পুন:তফসিলের আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৫৪,৭২,৫৬,৭৯৯/- (চুয়ান্ন কোটি বাহাত্তর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাত শত নিরানব্বই) বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ১৫৩,৭৮,০০,০০০/-(একশত তিপান্ন কোটি আটাত্তর লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম: মেয়াদ উত্তীর্ণ সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩২,৯০,২৬,০০০/- (বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিসি হাইপো, সিসি প্লেজ ঋণের মঞ্জুরি পত্র নথি, লেজার ও ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ডেল্টা স্পিনার্স লিঃ এর মেয়াদ উত্তীর্ণ সিসি (হাইপো), সিসি প্লেজ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩২,৯০,২৬,০০০/- (বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) অনাদায়ি রয়েছে। (পরিশিষ্ট ''২" পৃঃ নং-০৩ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মঞ্জুরি পত্র নং- আকোশা/অগ্রীম/সিসি/২২/১৫ তারিখঃ-১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ডেল্টা স্পিনার্স লিঃ কে ৪ কোটি টাকা সিসি (হাইপো) ও ২০ কোটি টাকা সিসি প্লেজ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরন করা হয়।

  এ ক্ষেত্রে শর্ত ছিল ঃ

  (১) সিসি হাইপো ঋণের বিপরীতে ৪ কোটি টাকা বিডিবিএল এর অনুকূলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির উপর প্যারি পারসু চার্জ ১ বছরের জন্য বহাল থাকিবে।

  (২) সুদের হার ১৫% অথবা যখন যে হারে প্রযোজ্য হিসেবে ৩১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ যোগ্য।

  (৩) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ঋণ হিসাবে সরাসরি জমা করন।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী:

(১) সিসি প্লেজ হিসেবে কুশন থাকা সাপেক্ষে ঋণপত্র খোলা যাবে। আমদানীকৃত মালামাল লিমের মাধ্যমে ছাড় করনের অব্যবহিত পর পরই প্লেজে স্থানান্তর করা হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং-৫]।

(২) ক্যাশ ক্রেডিট হাইপো, প্লেজ ও এলসি লিমিটের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য ও ভবিষ্যতে আরোপযোগ্য অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম কানুন ও শর্তাবলি যথারীতি প্রযোজ্য হবে। [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্তাবলী শর্ত নং-১]।

(৩) প্লেজ ও হাইপোথিকেশনে বন্ধককৃত মালামালের মজুদের রিপোর্ট প্রতি মাসেই অনুমোদিত স্বাক্ষরসহ প্রদান করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্তাবলী শর্ত নং-১০]।

(৪) প্লেজ ও হাইপোথিকেশন এর মালামাল শাখা কর্তৃক পরীক্ষা করে নেয়া হবে। ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা বহির্ভূত/নিষিদ্ধ ও অবৈধ মালামাল ঋণের জামানত হিসেবে নেয়া যাবে না। [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্তাবলী শর্ত নং-১১]।

(৫) ব্যাংক বন্ধক ধারা সমেত অগ্নি,আরএসডি,ঝড়,বন্যা,ঘূর্নীঝড়,চুরি প্রভৃতি সকল প্রকার ঝুঁকি উল্লেখ পূর্বক মঞ্জুরিকৃত ঋণের ১০% অধিক মূল্যের বীমা পলিসি প্রদান করতে হবে। পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়ারের মূল রশিদটি (পর্যাপ্ত মূল্যের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পে সংযুক্ত থাকবে)। সংশ্লিষ্ট বীমাকভার/পলিসির সংগে(মূল কপি) যথারীতি শাখায় সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের প্রচলিত নিদের্শাবলী অনুসরন করা হবে। [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্তাবলী শর্ত নং-১২]।

(৬) শাখা কর্তৃক প্লেজ/ হাইপোথিকেশন/লিম হিসাবের বিপরীতে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ সম্পদ/মালামাল ও গুদামে বীমা করণ প্রসংগে ব্যাংকের প্রচলিত নিদের্শাবলী যথাযথভাবে পরিচালিত হবে। [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্তাবলী শর্ত নং-১৪]।

- এছাড়া সিসি প্লেজ ঋণে ২০কোটি টাকা ১৫% অথবা যে হার প্রযোজ্য সেই হিসাবে ৩১-০৭-২০১৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে পরিশোধ যোগ্য। প্লেজের মালামাল উৎপাদন কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে টাকা জমা করন পূর্বক ডিওর মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ করতে হবে।

- ২০-০৭-২০১১, ০১-০৮-২০১১, ১৬-১০-২০১১ এবং ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মোট মঞ্জুরিকৃত টাকা ৮,২২,৯৩,০০০/-(আট কোটি বাইশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) সিসি প্লেজ ঋণ। ২০১২ সালে মালামাল প্লেজ গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা মেয়াদ উত্তীর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘ দিনের পুরাতন মালামাল মজুদ/প্লেজকৃত করে ঋণের টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- সিসি হাইপো ও সিসি প্লেজ ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করায় খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। সিসি হাইপো ও সিসি প্লেজ ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায় না করায় ব্যাংকের টাকা ৩২,৯০,২৬,০০০/- (বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) আদায় অনিশ্চিত। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি না করায় অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শাখা পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানকে তাগিদপত্র মৌখিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানকে তাগাদা পত্র মৌখিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ এর মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার কথা বলা হলেও প্রায় ০২(দুই) বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৬-১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। গ্রাহক কর্তৃক ডাউনপেমেন্ট এর টাকা ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এনওসি প্রদান করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৩২,৯০,২৬,০০০/- (বত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ৭৪,৪২,০০,০০০/- (চুয়াত্তর কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনাম: প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ১৮,২৪,৫৬,৯৮৪/- (আঠার কোটি চব্বিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত চুরাশি) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লি:, আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও উহার অধীনস্থ মনাকষা শাখা, শিবগঞ্জ শাখা, রহনপুর শাখা, খামার শাখা, আমনুরা শাখা, মোবারকপুর শাখা, সদরঘাট শাখা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা সহ মোট ০৮টি শাখার ২০০১ হতে ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে লোন নথি, লেজার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় টাকা ১৮,২৪,৫৬,৯৮৪/- (আঠার কোটি চব্বিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয় শত চুরাশি) অনাদায়ি রয়েছে। (পরিশিষ্ট “৩” পৃঃ নং-০৪ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সদরঘাট শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর মঞ্জুরি পত্র নং মসরাসা/ঋণ/চাঁপাই/৬১৮/০৬০/১৩ তারিখ: ১৮-০৬-২০১৩ মোতাবেক মেসার্স সেন্টু অটো রাইস মিলকে সিসি(হাইপো) ঋণ হিসাবে ১৪% সুদে টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) ঋণ প্রদান করা হয়, যা আদায়/পরিশোধের মেয়াদ ছিল ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী:

(১) পর্যায়ক্রমে প্রতিবার উত্তোলনের ৪৫ দিনের মধ্যে কমপক্ষে একবার উত্তোলিত সমপরিমান অংক আবশ্যিক ভাবে সাময়িক সমন্বয় করতে হবে এবং মেয়াদ সীমার মধ্যে ঋণ হিসাবটি চুড়ান্তভাবে সমন্বয় হতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৭]।

(২) অনুমোদিত ঋণসীমা সিসি হাইপোঃ টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল চার্জ দলিলাদি গ্রহণ/সম্পাদনসহ নতুন করে রেজিঃ মর্টগেজ ও রেজিঃ আমমোক্তারনামাসহ অন্যান্য দলিলাদি/কাগজপত্রাদি ঋণ বিতরনের পূর্বেই করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৮]।

(৩) ঋণ বিতরনের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সম্পাদন করতে হবে এবং তা সন্তোষজনক হতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(৬)]।

(৪) যৌক্তিক কারনে উল্লেখিত ঋণ পরিচালনায় নতুন এক বা একাধিক শর্ত আরোপ/সংশোধন করার এবং ঋণের মেয়াদকালের মধ্যে বাতিল যা উত্তোলন ক্ষমতা বন্ধ করে ঋণের টাকা ফেরত দেয়ায় সকল ক্ষমতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।[মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(৩১)]।

(৫) ঋণের অর্থ মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিশোধের মাধ্যমে শাখা ব্যবস্থাপক নিজে তদারকি করবেন এবং যথাসময়ে চুড়ান্ত সমন্বয় না হলে শাখা ব্যবস্থাপক দায়ী থাকবে।[মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(৪০)]।

(৬) ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে সমস্ত দলিল পত্রাদি সম্পাদন করতে হবে। দলিলপত্রাদি সম্পাদনের পর মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক সমস্ত দলিলাদি সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে আইনজীবির নিকট থেকে প্রত্যয়ণ গ্রহন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।[মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(৪৪)]।

- ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক কোন টাকা জমা/পরিশোধ করা হয়নি।
- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক তদারকি করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণটি আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলা হলেও ০২ (দুই) বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১২-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং (১৯-০৭-২০১৭)খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণ হিসাবটি ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি: তারিখে মেয়াদউত্তীর্ণ এবং আপত্তি পরবর্তী গ্রাহকের নিকট হতে কোন টাকা আদায় হয়নি।
- গ্রাহক ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত পুন:তফসিল এর জন্য কোন আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ১৮,২৫,০০,০০০/- (আঠার কোটি পঁচিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম: মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো), প্রকল্প ও ব্লক ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৬,৮৭,১৪,৭৪০/- (ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত চল্লিশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, জয়পুরহাট এর ২০১৩-১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ হিসাব নথি, হিসাব নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি, বিভিন্ন হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যমুনা ফিডস ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড কে মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো), প্রকল্প ও ব্লক ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৬,৮৭,১৪,৭৪০/- (ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত চল্লিশ) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট-"৪" পৃঃ নং-০৫ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- যমুনা ফিডস ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড কে ২০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র মোতাবেক ১ বছর মেয়াদী সিসি (হাইপো) ঋণ বাবদ টাকা ৩,৫০,০০,০০০/-(তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) মঞ্জুরি দেয়া হয় এবং ২২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র মোতাবেক ৩ বছর মেয়াদী ঋণ হিসেবে টাকা ১,২২,০৮,০০০/-(এক কোটি বাইশ লক্ষ আট হাজার) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। আবার, উক্ত ২২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র মোতাবেক ৩ বছর মেয়াদী ব্লক হিসেবে টাকা ১,১৬,৭২,০০০/- (এক কোটি ষোল লক্ষ বাহাত্তর হাজার) ঋণ মঞ্জুরি দেয়া হয় (কপি সংযুক্ত)।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী:

১. অত্র মঞ্জুরি পত্রে সিসি হাইপোঃ ঋণের ক্ষেত্রে গৃহীত জামানত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মর্মে যথানিময়ে দলিল সম্পাদন করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৫(ক)]।

২. কোম্পানী/প্রকল্পের সকল পরিচালক এবং সম্পত্তির মালিকদের ব্যক্তিগত জামিননামা গ্রহণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৫-(খ)]।

৩. নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সাময়িক সমন্বয় এবং মেয়াদউত্তীর্ণের পূর্বে সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং-এডিডি/২৪, তারিখঃ ১০/০৩/১৯৮১ ইং ও তৎসংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী মালের আবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৫]

৪. প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নামে অন্য ব্যাংকের ঋণ দুইটি নিয়মিত করণের পর এবং সিআইবির অত্র ঋণের তথ্য প্রাপ্তির পর ঋণটি বিতরনযোগ্য হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৬]

৫. সিসি হাইপোঃ ঋণ হিসেবে মেয়াদউত্তীর্ণের তারিখের অথবা তৎপুর্বে সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে। প্রয়োজনে নবায়ন এবং মেয়াদ পুর্তির ২(দুই) মাস পূর্বেই শাখায় দাখিল করতে হবে।[মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯]

৬. ঋণ হিসাবে বিদ্যমান দায় স্থিতি সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন ৪(চার) জন পরিচালকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বহাল থাকবে।

- কিন্তু যথানিয়মে ঋণ হিসেবে লেনদেন না করা সত্ত্বেও এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জড়িত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ মোতাবেক কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবটি ১ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু, মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জড়িত অর্থ আদায় না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি সীমাতিরিক্ত হয়ে কু-ঋণে পরিণত হয়েছে। আবার, প্রকল্প ঋণ হিসাব ও ব্লক ঋণ হিসাব ত্রৈ-মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হলেও তা যথাসময়ে পরিশোধ হয় নাই এবং কিস্তি পরিশোধিত না হওয়ায় ঋণ হিসাব দু'টি সীমাতিরিক্ত হয়ে কু-ঋণে পরিণত হয়েছে ।
- উল্লেখ্য যে, উক্ত ঋণ হিসাব ৩টি শ্রেণিকৃত হয়ে কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় এবং ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের সদিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের টাকা ৬,৮৭,১৪,৭৪০/-
(ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত চল্লিশ) অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায় করে জানানো হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলা হলেও প্রায় ০২ (দুই) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ৩০-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে গ্রাহকের মোট তিনটি ঋণ হিসাবের মধ্যে সিসি হাইপো ৩১/০৮/২০১৫ তারিখে মেয়াদউত্তীর্ণ। অন্য ঋণ হিসাব দুটো মেয়াদউত্তীর্ণ না হলেও তা বিএল মানে শ্রেণিকৃত।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী আদায়যোগ্য টাকা ৬,৮৭,১৪,৭৪০/- (ছয় কোটি সাতাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত চল্লিশ) বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ টাকা ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) এবং টাকা ৬,৮৪,০০,০০০/- (ছয় কোটি চুরাশি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।
- গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা নং-৪৪/২০১৯ তারিখঃ ৩/১২/২০১৯ চলমান।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম: ডিমান্ড লোনের দেনা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সিসি (হাইপো) ও এলসি সীমা নবায়ন করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৮,৬০,৫৭,৬৫০/- (আট কোটি ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এবং উহার আওতাধীন বাজুবাঘা, চারঘাট, লক্ষীপুর, নওহাটা, বিশ্ববিদ্যালয়, পুঠিয়া, নগরভবন, বানেশ্বর ও কর্পোরেট শাখার ২০১৩ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিসি লোন নথি, রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, ডিমান্ড লোনের দেনা থাকা সত্ত্বেও মেসার্স রুম্মান এন্ড ব্রাদার্সকে পুনরায় সিসি (হাইপো) ও এলসি সীমা নবায়ন করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় টাকা ৮,৬০,৫৭,৬৫০/- (আট কোটি ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট "৫" পৃঃ নং-০৬ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহীর সর্বশেষ ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং মসরাসা/ঋণ/সাহেব কর্পোরেট-৯৭৯/০০৭/১৫ তারিখঃ ০২-০৭-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক, ১৫% হার সুদে, টাকা ১,১৫,০০,০০০/- (এক কোটি পনের লক্ষ) মুল্যের ৮২৯.৫৮৫ শতক জমি এবং উহার উপর নির্মিত বিল্ডিং সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধকী রেখে, এলসির মাধ্যমে মেসার্স রুম্মান এন্ড ব্রাদার্সকে বিভিন্ন প্রকার আমদানীকৃত মালামাল ব্যবসার বিপরীতে ১ বৎসর মেয়াদী টাকা ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) সিসি (হাইপোঃ) প্রদান করা হয়। ঋণের সর্বশেষ মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ ছিল ৩১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী এর ঋণটি নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে।
  (১) নিয়ম বহির্ভূতভাবে পুর্বের ডিমান্ড লোনের টাকা ১০,৭৯,০০,০০০/-(দশ কোটি উনআশি লক্ষ) দেনা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সিসি (হাইপোঃ) এলসি সীমা নবায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানী আইন/১৯৯১ এর ধারা-২৭কক(৩) অনুযায়ী কোন খেলাপী ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ প্রদান করা যাবে না (কপি সংযুক্ত)।
  (২) ব্যবসায়ের মজুদ মালামালের আগুন, বন্যা, ধর্মঘট ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক শুধু মাত্র আগুন ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করা হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৪(ক)]।
  (৩) প্রধান কার্যালযের পরিপত্র নং সাঋবি/৬৫ তারিখ: ২০/০৭/৯৬ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ওয়ার হাউজ লাইসেন্স গ্রাহক কর্তৃক সংগ্রহের কথা থাকলেও তা লওয়া হয় নাই।
  (৪) ঋণ উত্তোলনের তারিখ হতে অবশ্যই হিসাবটি ১২০ দিন অন্তর সাময়িক ভাবে এবং মেয়াদ সীমার মধ্যে চুড়ান্ত ভাবে পরিশোধিত হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ১ দিনের জন্যও ঋণটি পরিশোধ করা হয় নাই। ফলে ঋণটি খেলাপী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৭]।
  (৫) মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী মোতাবেক অনুমোদিত ফরমে মজুদ মালের মাসিক বিবরণী ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি (সকল ঋণের বেলায় প্রযোজ্য)।
- ঋণ আদায়ের জন্য কাগজী কোন প্রমাণক নিরীক্ষার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ফলে ঋণটি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৮,৬০,৫৭,৬৫০/- (আট কোটি ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলা হলেও প্রায় ০২ (দুই) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণ হিসাবটি মেয়াদউত্তীর্ণ এবং শ্রেণিকৃত। গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা (মামলা নং- ৬৫৭/সি/২০১৭) চলমান। ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত পুন:তফসিল সুবিধার জন্য আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৮,৬০,৫৭,৬৫০/- (আট কোটি ষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ৮,৮৫,০০,০০০/-(আট কোটি পঁচাশি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম: মেয়াদ উত্তীর্ণ পিএডি ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৭,৬৬,৯৫,৯১৬/- (সাত কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত ষোল) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিনকোট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সমাপনি হিসাব বিবরণী, পিএডি রেজিষ্টার, পিএডি নথি ও ঋণপত্র নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, মেসার্স ডেল্টা স্পিনার্স লিঃ কে মেয়াদ উত্তীর্ণ পিএডি (মন্দ/কুমানের) ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় টাকা ৭,৬৬,৯৫,৯১৬/- (সাত কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত ষোল) অনাদায়ি রয়েছে। (পরিশিষ্ট ''৬" পৃঃ নং-০৬ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স ডেল্টা স্পিনার্স লিঃ কে ক্যাশ এলসি নং-০০০৪১-৫০১০২৭৪ তারিখ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রোফর্মা ইনভয়েস এর ভিত্তিতে অগ্রণী ব্যাংক, আমিনকোট কর্পোরেট শাখা কর্তৃক যাচাই না করে সুইস ফ্র্যাংক ২১৩৫০০০ মূল্যের নগদ এটসাইড ঋণপত্র খোলা হয়।
- ঋণপত্র খোলার পর ডকুমেন্ট শাখা কর্তৃক ১৪-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আমদানিকৃত মালামাল ছাড় করণের জন্য শাখায় ডকুমেন্ট গৃহীত হয়। পার্টি কর্তৃক আমদানী ডকুমেন্ট ছাড় না করায় ব্যাংক কর্তৃক ১৮-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পিএডি দায় সৃষ্টি করে টাকা ৬,৮৮,২৪,০৮৭/- (ছয় কোটি আটাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতাশি) বৈদেশিক শাখাকে পরিশোধ করা হয়। পিএডি ঋণের ১৩% হার সুদে ১ বছর মেয়াদে পরিশোধের মাধ্যমে ডকুমেন্ট ছাড় করণের সুবিধা দেয়া হয়।
- গ্রাহকের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির প্রফর্মা ইনভয়েস ও কর্মাশিয়াল ইনভয়েস যাচাই করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। বর্তমানে মেয়াদউত্তীর্ন পিএডি ঋনের টাকা মন্দ/কুমানে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- আমদানিকৃত মালামালের ডকুমেন্ট অর্থাৎ এলসি ডকুমেন্ট এর যথার্থতা যাচাই না করেই ডকুমেন্ট গ্রহণ এবং আমদানী কারক কর্তৃক ডকুমেন্ট ছাড় না করায় পিএডি ঋণ সৃষ্টি।
- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ঋণ পত্র স্থাপনের সময় ২৫% মার্জিন অবশিষ্ট টাকার মধ্যে বর্তমানে ১ কাটি ৬৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট টাকা ২০১৯ সাল পর্যন্ত পরিশোধের সুযোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮/৬/১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আদৌ পরিশোধ করেছেন কিনা তার স্বপক্ষে কোন তথ্যাদি প্রায় ০২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৫-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৬-১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত ডাউনপেমেন্টের সম্পুর্ন টাকা গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় অদ্যাবধি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফশীল সুবিধার উপর অনাপত্তিপত্র প্রদান না করায় ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরি আদেশ জারী করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৭,৬৬,৯৫,৯১৬/-(সাত কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত ষোল) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ৭,৬৭,০০,০০০/- (সাত কোটি সাতষট্টি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম: পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসমূহ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৫,৭৯,৬৬,৪৬২/- (পাঁচ কোটি ঊনআশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত বাষট্টি) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ঋণ হিসাব বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট ঋণের নথি পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মেসার্স মিয়ামি গার্মেন্টস কে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসমূহ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় টাকা ৫,৭৯,৬৬,৪৬২/- (পাঁচ কোটি ঊনআশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত বাষট্টি) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট-''৭" পৃঃ নং-০৮ এবং ০৯ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ রমনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক মেসার্স মিয়ামি গার্মেন্টস এর অনুকূলে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনসমূহ, সিসি (হাইপো) এবং পিসি দায়সমূহ মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘসময় পরও আদায় করা হয়নি। ফলে, কু-ঋণ হিসেবে শ্রেণিকৃত হওয়ায় টাকা ৫,৭৯,৬৬,৪৬২/- (পাঁচ কোটি ঊনআশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত বাষট্টি) অনাদায়ি রয়েছে।

ঋণ মঞ্জুরী ও পুনঃতফসীল এর উল্লেখযোগ্য শর্তাবলীঃ

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে এ পুনঃতফসীল সুবিধা কার্যকর হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-১]।
২. পুনঃতফসীল সুবিধার বিপরীতে শাখা কর্তৃক হিসাবায়ন করতঃ মাসিক কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-২]।
৩. পর পর ২(দুই)টি মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৪]।
৪. হালনাগাদ (সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসের) সিআইবি প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী নং-৫]।

- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ-২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং-০১ এ ঋণ পুনঃতফসিল করণের গাইডলাইন প্রদান করা হয়েছে। যার ০১-(ক) তে বলা হয়েছে পরিচালক পর্ষদ ঋণ পুনঃতফসিল করণের পরিস্থিতি ও অবস্থা ব্যাখ্যাপুর্বক বিবেচনা ও অনুমোদন করবেন। এরূপ ব্যাখ্যামূলক কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সার্কুলারের ০১ (ক) অনুচ্ছেদে আরও বলা আছে যে, কোন ক্ষেত্রেই গ্রাহকের প্রতি সদয়/অনুকম্পা প্রদর্শন করা যাবে না। পুনঃ পুনঃ এবং কার্য তালিকাভুক্ত পুনঃতফসিল করা যাবে না। কিন্তু গ্রাহকের লোন ফাইল এবং মঞ্জুরি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সব নিয়ম-নীতি লংঘন করে বার বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ-২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ০১(খ) অনুসারে ঋণ গ্রহিতা যদি স্বভাবসুলভ ঋণ বাকী কারক হন এবং ঋণের টাকা অন্য খাতে স্থানান্তর করার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় তবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা যাবে না, বরং ধারাবাহিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করতে হবে। মেসার্স মিয়ামি গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত নিয়মনীতির কোন নিয়ম পরিপালন করা হয়নি।
- বার বার কিস্তি খেলাপী ও মেয়াদোত্তীর্ণ এবং ক্ষতিজনক হিসেবে শ্রেণীকৃত হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মেসার্স মিয়ামি গার্মেন্টস এর সব ঋণ দায় একীভূত করে ৮৪ মাস বা ০৭ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়েছে। সব ক্ষতিজনক ঋণ দায়কে একীভূত করে সর্বমোট টাকা ৫,৭৯,৬৬,৪৬২/- (পাঁচ কোটি ঊনআশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত বাষট্টি) পুনঃতফসিল করে অনিয়মকে নিয়মিত করা হয়েছে। এ ধরণের অনিয়মিত পুনঃতফসিল করণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা/পূর্বানুমোদন/মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি না থাকায় বর্ণিত টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ব্যাংক শাখা থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে পুনঃতফসিল অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ব্যাংক শাখা থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে গ্রাহককে তাগাদা দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে পুনঃতফসিল অনুমোদন করা হয়েছে বলা হলেও ০২(দুই) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি। এছাড়াও মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি, পুনঃতফসিলের শর্তাদি প্রতিপালন না করা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাবে ঋণটি কু-ঋণে পরিণত হয়েছে ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১২-০৭-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণ হিসাবটি ৩১/০৫/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফশীলের পর তা পুনরায় শ্রেণিকৃত। ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ পর হতে কোন টাকা আদায় হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৫,৭৯,৬৬,৪৬২/- (পাঁচ কোটি ঊনআশি লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত বাষট্টি) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ৭,৮৬,০০,০০০/- (সাত কোটি ছিয়াশি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম: প্রকল্প ঋণের খেলাপি দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ১,৯৯,২৩,০০০/- (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার) অনাদায়ি ।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিনকোট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ঋণ হিসাব বিবরণী এবং ঋণ বিতরণের নথি, প্রকল্প ঋণের মঞ্জুরি পত্রের নথি লেজার ও ব্যাংক বিবরণী যাচাইকালে দেখা যায় যে, বরাত সুয়েটার লিঃ কে প্রদত্ত প্রকল্প ঋণের খেলাপি দায় আদায় না হওয়ায় টাকা ১,৯৯,২৩,০০০/- (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট-''০৮" পৃঃ নং-১০ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বরাত সুয়েটার লিঃ কে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিনকোট কর্পোরেট শাখার মঞ্জুরি পত্র নং-আকোশা/মঞ্জুরি/বরাত সুয়েটার/০০৩/২০১০ তারিখ: ১৫-০৩-২০১০ এর মাধ্যমে টাকা ১,৮৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ) প্রকল্প ঋণ হিসাবে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং বিতরণ করা হয় টাকা ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ)।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ১২% হার সুদে ১৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রতি কিস্তি টাকা ১৪,৩৪,০০০/-(চৌদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) পরিশোধ করতে হবে। দলিলায়নের সময় পরিশোধিতব্য কিস্তির বিপরীতে আগাম চেক শাখায় দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগাম চেকের টাকা নগদায়ন না হলে বা চেক ডিজঅনার হলে দি নেগোসিয়েবল ইন্স্ট্রুমেন্টস এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী বীমা পলিসি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়নি। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৯(ঞ)(৩)]
- মেয়াদোত্তীর্ন ও চেক ডিজঅনার হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৮(ঘ)]
- প্রকল্প ঋণটি মেয়াদউত্তীর্ন হওয়ার পরেও ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি কু-মানে পরিণত হয়েছে। ফলে ১,৯৯,২৩,০০০ (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা অনাদায়ি রয়েছে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী নং-৭]

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুনঃতফসিলের শর্তাদি প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রকল্প ঋণের (মন্দ/কু-মানের) মেয়াদ উত্তীর্ন অনাদায়ি টাকা আদায়ের জন্য শাখা হতে চূড়ান্ত তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে পুনঃতফসিল পরবর্তী সময় থেকে কিস্তি পরিশোধ করা হচ্ছে এবং প্রকল্প ঋণের (মন্দ/কু-মানের) মেয়াদ উত্তীর্ন অনাদায়ি টাকা আদায়ের জন্য শাখা হতে চূড়ান্ত তাগিদ পত্র দেয়া এবং পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলা হলেও প্রায় ০২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১২-০৭-২০১৭ ও ০৫-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮-১১-২০১৭ ও ০৬-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩-০৭-২০১৮ ও ১৭-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে আপত্তি উত্থাপনের পর হতে কোন আদায় নেই এবং গ্রাহক পুনঃতফশীল সুবিধার জন্য আবেদন করেননি। মেসার্স বরাত সুয়েটার ঋণ হিসাবটি বর্তমানে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১,৯৯,২৩,০০০/- (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ২,৭০,০০,০০০/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনাম: মঞ্জুরিপত্রে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ নির্ধারিত পরিশোধ মেয়াদে আদায় না হওয়ায় টাকা ১,৫২,৯৮,৪৫৯/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার চার শত উনষাট) অনাদায়ি ।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল এর আওতাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, চকবাজার কর্পোরেট শাখা, বরিশাল এর ২০১৪ হতে ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ হিসাব বিবরণী ঋণ মঞ্জুরি নথি, প্রদত্ত সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি পত্রে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত পরিশোধ মেয়াদে মেসার্স এবিএস ব্রিক্স এর নিকট হতে অর্থ আদায় না হওয়ায় টাকা ১,৫২,৯৮,৪৫৯/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার চার শত উনষাট) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট ''০৯" পৃঃ নং-১১ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, চকবাজার কর্পোরেট শাখা, বরিশাল কর্তৃক মেসার্স এ বি এস ব্রিক্স কে মঞ্জুরি পত্র নং–মব্যস/বরিসা/ সিপিসিআরএমডি/সিসি(হাইপো)/৮২/২০১৫ তারিখ: ০৭/৫/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরি পত্রে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহিতা মেসার্স এবিএস বিক্স এর ইটভাটার যাবতীয় মজুদ মালামাল যথাযথভাবে বীমাকৃত অবস্থায় ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন থাকবে।

মঞ্জুরি পত্রের উল্লেখযোগ্য শর্তাবলীঃ

(১) শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে হাইপোথিকেশনের মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের মজুদ রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে স্বাক্ষর করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩ (২৩)]।

(২) ঋণটি একটি তদারকী ঋণ হিসাবে গণ্য বিধায় ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুসারে জমাকরণ মেয়াদ সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ করণ এবং সর্বোপরি দেনা আদায়ের দায় দায়িত্ব একান্তভাবেই শাখা ব্যবস্থাপকের [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-২৩]।

(৩) ৩০/১২/১৫ খ্রিঃ মেয়াদ কালে প্রতি ৬০ (ষাট) দিন অন্তর সাময়িক সমন্বয় সহ মেয়াদ পূর্তিতে পূর্বের সমুদয় ঋণ সমন্বয় করতে হবে [মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৮ ও ১০]।

- উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে মেসার্স এ বি এস ব্রিক্স প্রোঃ মোঃ আমিনুর রহমান, কালীর বাজার বরিশালকে মঞ্জুরি পত্রে বর্ণিত মোট ২০০.৩০ শতাংশ সহায়ক/অতিরিক্ত জামানত, ব্যবস্থাপক কর্তৃক আর্থিক মূল্য টাকা ৩,০১,৯৬,০০০/- (তিন কোটি এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) এবং ঋণের সমাংক টাকা ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)। আইনগত নিবন্ধিত বন্ধক এর বিনিময়ে ১৫% হার সুদে ইটভাটার ব্যবসায়ের জন্য সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করা হয় টাকা ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) যার মেয়াদকাল ৩১-১২-২০১৫ খ্রিঃ।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব গ্রহিতার, ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় ঋণ মঞ্জুরি পত্রে বর্ণিত সকল শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে ঃ

(১) মেয়াদকালে প্রতি ৬০ (ষাট) দিনে কখনও সাময়িক সমন্বয় করা হয়নি।

(২) ২৯-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পর ঋণ সীমা অতিক্রম করে ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ মেয়াদকাল শেষ হয়ে ৬ মাস অতিবাহিত শেষে ৩০/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখের সিএল বিবরণী অনুসারে সুদাসল বাবদ মোট দায়স্থিতি (আসল ১৫০.০০ লক্ষ+সুদ ২.৯৮ লক্ষ) = টাকা ১,৫২,৯৮,৪৫৯/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার চার শত উনষাট) অনাদায়ি রয়েছে, যা শ্রেণিবিন্যাসিত ডিএফ/সন্দেহজনক ঋণে পরিণত হয়েছে।

(৩) ঋণ আদায়ের বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মঞ্জুরি পত্রে বর্ণিত পরিশোধের সকল শর্ত উপেক্ষা করা হয়েছে। অনাদায়ি ঋণের টাকা অনতিবিলম্বে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণ হিসাবটি কু-ঋণ/মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে এবং ব্যাংক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।

(৪) ঋণ হিসাবটি শ্রেণিবিন্যাসিত হওয়ায় প্রতি ত্রৈমাসিক এ সুদ বাবদ টাকা ৫,৬২,৫০০/- (পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত) অনাদায়ি (১,৫০,০০,০০০×১৫%/১২×৩)।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন করা।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ গ্রহিতাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অনাদায়ি টাকা আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণ গ্রহিতার সাথে যোগাযোগ করে অনাদায়ি অর্থ আদায় করে জানানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হলেও ০২ (দুই) বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কি আইগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১২-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৯-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত এবং মেয়াদউত্তীর্ণ। ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ এর পর কোন টাকা আদায় হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১,৫২,৯৮,৪৫৯/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার চার শত ঊনষাট) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক টাকা ২,১৯,০০,০০০/- (দুই কোটি উনিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনাম: সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় টাকা ২,২৫,২১,৮১৩/- (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশত তের) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এবং উহার আওতাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লক্ষীপুর ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নগরভবন শাখার ২০১৩ হতে ২০১৬ খ্রিঃ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিসি ঋণ নথি, রেজিষ্টার ও সংশিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, (ক) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নগরভবন শাখা, রাজশাহী কর্তৃক মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস কে এবং (খ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লক্ষীপুর শাখা, রাজশাহী কর্তৃক মেসার্স এম হক ট্রেডার্সকে মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় টাকা ২,২৫,২১,৮১৩/- (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশত তের) অনাদায়ি রয়েছে (পরিশিষ্ট ১০/ক-খ, পৃঃ নং-১২-১৫ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

ক) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহীর, ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং মসরাসা/ ঋণ/ রাজ ৭০৪/০১৭/১৫ তারিখঃ ০৪-০৩-২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক, ১৫% হার সুদে, টাকা ২,৪৩,৭৩,০০০/-(দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর) মুল্যের ৯.৭০ শতক জমি এবং উহার উপর নির্মিত বিল্ডিং, সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধকী রেখে, বিভিন্ন প্রকার মিল মেশিনারীজের যন্ত্রাংশ ও লৌহজাত যন্ত্রপাতি ব্যবসার বিপরীতে মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসকে ১ বৎসর মেয়াদী টাকা ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) সিসি(হাইপোঃ) ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের সর্বশেষ মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ ছিল ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নগর ভবন শাখা, রাজশাহী কর্তৃক মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস কে প্রদত্ত ঋণটি নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

(১) উকিলের মতামত অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তির দলিল গ্রহন না করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উকিলের মতামত পত্রে বায়া দলিল নং ২৪০৭৩ এর স্থলে ২৪০৭৬ নং দলিল গ্রহণ করা হয়েছে।
(২) চার্জ ডকুমেন্টে ঋণ গ্রহিতার স্বাক্ষর সত্যায়িত করা হয় নাই।
(৩) ব্যবসায়ের মজুদ মালামালের আগুন,বন্যা,ধর্মঘট ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক শুধু মাত্র আগুন ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করা হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত -৪(ক)]।
(৪) প্রধান কার্যালয়ের পরিপত্র নং সাঋবি/৬৫ তারিখ: ২০-০৭-১৯৯৬ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ওয়ার হাউজ লাইসেন্স গ্রাহক কর্তৃক সংগ্রহের কথা থাকলেও তা লওয়া হয়নি।
(৫) ঋণ উত্তোলনের তারিখ হতে অবশ্যই হিসাবটি ১২০ দিন অন্তর সাময়িক ভাবে এবং মেয়াদ সীমার মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে পরিশোধিত হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ১ দিনের জন্যও ঋণটি পরিশোধ করা হয় নাই। ফলে ঋণটি খেলাপী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৭]।
(৬) মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী মোতাবেক অনুমোদিত ফরমে মজুদ মালের মাসিক বিবরণী ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি (সকল ঋণের বেলায় প্রযোজ্য)।
(৭) প্রধান কার্যালয়ের পরিপত্র নং সাঋবি/১০০ তারিখ; ১৩-১২-১৯৯২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ নবায়ন করা হয়নি অর্থাৎ টার্ণওভার ৩ গুন না হওয়া সত্ত্বেও বার বার ঋণ নবায়ন করা হয়েছে।

(৮) ঋণ আদায়ের জন্য কাগজি কোন প্রমাণক নিরীক্ষার দৃষ্টি গোচর হয়নি। ফলে টাকা ১,৯৬,৪১,০০০/- (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার) ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।

খ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মহাব্যাবস্থাপকের সচিবালয়, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহীর ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং-মসরাসা/ঋণ/রাজ-৯৫০/০৫৭/১৪ তারিখঃ ১৫-১২-২০১২ মোতাবেক, ১৬% হার সুদে টাকা ৪২,৬১,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ একষট্টি হাজার) মুল্যের ১২৪ শতক জমি সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধকী রেখে, জ্বালানী ব্যবসার বিপরীতে মেসার্স এম হক ট্রেডার্সকে ১ বৎসর মেয়াদী টাকা ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) সিসি(হাইপো) ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের সর্বশেষ মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ ছিল ১৪-১২-২০১৩ খ্রিঃ। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লক্ষীপুর শাখা, রাজশাহীর কর্তৃক মেসার্স হক ট্রেডার্স কে প্রদত্ত ঋণটি নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

(১) গ্রামের পুকুর ও বাড়ীর জমি বন্ধকী রেখে এবং সহায়ক জামানত সম্পত্তির মুল দলিল ও রেজিঃ রশিদ গ্রহন না করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিপত্র নং ৮০ এর ২(চ) অনুযায়ী, সহযোগী

জামানত সম্পত্তির মুল দলিল গ্রহন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য অফিস কর্তৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ের উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করে মুল দলিলের পরিবর্তে সার্টিফাইড কপি গ্রহন করে ঋণ প্রদান করেছেন।

(২) ব্যবসায়ের মজুদ মালামালের আগুন,বন্যা,ধর্মঘট ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক শুধু মাত্র আগুন ও দাঙ্গার বিপরীতে বীমা সম্পাদন করা হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৪(ক)]।

(৩) প্রধান কার্যালয়ের পরিপত্র নং সাঋবি/৬৫ তারিখ:২০-০৭-১৯৯৬ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ওয়ার হাউজ লাইসেন্স গ্রাহক কর্তৃক সংগ্রহের কথা থাকলেও তা লওয়া হয়নি।

(৪) ঋণ উত্তোলনের তারিখ হতে অবশ্যই হিসাবটি ১২০ দিন অন্তর সাময়িক ভাবে এবং মেয়াদ সীমার মধ্যে চুড়ান্ত ভাবে পরিশোধিত হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ১ দিনের জন্যও ঋণটি পরিশোধ করা হয়নি। ফলে ঋণটি খেলাপী হওয়ার পথ সুগম হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৭]।

(৫) মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলীর মোতাবেক অনুমোদিত ফরমে মজুদ মালের মাসিক বিবরণী ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। (সকল ঋণের বেলায় প্রযোজ্য)

(৬) প্রধান কার্যালযের পরিপত্র নং সাঋবি/১০০ তারিখ ১৩-১২-১৯৯২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ নবায়ন করা হয়নি অর্থাৎ টার্ণওভার ৩ গুন না হওয়া সত্বেও ঋণ নবায়ন করা হয়েছে।

(৭) ভুয়া তল্লাসী সার্টিফিকেট নিয়ে ঋণ প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

(৮) ঋণ আদায়ের জন্য কাগজী কোন প্রমান নিরীক্ষার দৃষ্টি গোচর হয়নি।

- গৃহীত ঋণটি সুদ+আসল (২০,০০,০০০/-+ ০৮,৮০,৮১৩/-)= টাকা ২৮,৮০,৮১৩/-(আটাশ লক্ষ আশি হাজার আটশত তের) হয়েছে।
- অতএব, ক ও খ এর সর্বমোট (১,৯৬,৪১,০০০/-+২৮,৮০,৮১৩/-)= টাকা ২,২৫,২১,৮১৩/-(দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশত তের) ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যবসায়ের মজুদ মালামালের বিপরীতে বীমা না করা।
- বন্ধকী সম্পত্তির দলিল গ্রহণ না করে ঋণ প্রদান করা।
- ভুয়া তল্লাসী সার্টিফিকেট দিয়ে ঋণ প্রদান করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

ক) ব্যংকের মনোনীত আইনজীবীর মতামতকে উপেক্ষা করে ভুল বায়া দলিল গ্রহণ করে ঋণ মঞ্জুর। ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে ।

খ) ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলা হলেও প্রায় ০২ (দুই) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১০-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৪-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।তবে বর্ণিত০২জন গ্রাহকের ঋণ হিসাব পুণঃতফসীল করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ২,২৫,২১,৮১৩/- (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশত তের) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর নিকট ১,৯৩,০০,০০০/-(এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ) এবং মেসার্স এম হক ট্রেডার্স এর নিকট টাকা ৪১,৩৬,০০০/-(একচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার) সহ মোট টাকা ২,৩৪,০০,০০০/- (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনাম: সিসি (হাইপো) ঋণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ১০৩,৩৪,৬৪,২১২/- (একশত তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বার) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংক কর্তৃক আর্থ এগ্রো ফার্ম লিঃ কে মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো) ঋণ, খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় টাকা ১০৩,৩৪,৬৪,২১২/- (একশত তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বার) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" পৃষ্ঠা নং-১৬ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা'র মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/আর্থ/ ১২১/১০,তারিখ-২৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ-এর মাধ্যমে আর্থ এগ্রো ফার্ম লিঃ এর অনুকূলে টাকা ৫২,৩৫,০০,০০০/- (বায়ান্ন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) মেয়াদী ঋণ এবং টাকা ৯,৫০,০০,০০০/- (নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) সিসি (হাইপো) ঋণসহ মোট টাকা ৬১,৮৫,০০,০০০/- (একষট্টি কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাক ঋণ প্রদান করা হয়।
- উভয় ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল ১৩% এবং সময়ে সময়ে প্রযোজ্য হার। ঋণের মেয়াদ ছিল প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ১২ মাস বাস্তবায়ন ও ১২ মাস রেয়াতী সময়সহ মোট ১০ (দশ) বছর। চলতি মূলধন ঋণের মেয়াদ ছিল বিতরণের তারিখ হতে ১২ মাস।[মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৪]
- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধযোগ্য হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ২৭তম মাসে এবং শেষ কিস্তি ১২০তম মাসে পরিশোধের নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া ঋণের বাস্তবায়নকালীন সময় ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণীত হওয়ার পর তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহিতাকে নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৬]।
- দলিলায়নের সময় পরিশোধযোগ্য মোট ৩২টি কিস্তির বিপরীতে প্রতি কিস্তির সমপরিমাণ অংকের ৩২টি আগাম চেক (মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিটসহ) প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগাম চেকের অর্থ নগদায়ন না হলে বা চেক প্রত্যাখ্যাত হলে এন.আই.এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ধারা ১৩৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-(১৭)]।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা'র পত্র নং-রমনা/বৈবা/১২৫/২০১২, তারিখ-২৩/০২/২০১২ খ্রিঃ হতে জানা যায় আর্থ এগ্রো ফার্ম লিঃ এর পরিচালক জনাব মাহবুবুল মোসাদ্দেক চৌধুরীর মালিকানাধীন মেসার্স রবি ফ্যাশন এর নামে আট ডিজিটের মন্দ হিসাবে শ্রেণিকৃত তলবী ঋণ রয়েছে; যা আদায়ের জন্য প্রধান শাখার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এতে করে বোঝা যায় ভালভাবে যাচাই-বাছাই না করে অগ্রণী ব্যাংকের অন্য শাখার খেলাপী ঋণ গ্রহিতাকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্ত খাতে এবং আমদানী যন্ত্রপাতি খাতে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বের মঞ্জুরি পত্রের শর্ত বহাল রেখে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা কর্তৃক মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/আর্থএগ্রো/ ১৯৪/১২, তারিখ-০৮/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পূর্ত খাতে টাকা ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) এবং আমদানী যন্ত্রপাতি খাতে টাকা ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি)সহ মোট টাকা ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) অতিরিক্ত প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- আর্থ এগ্রো ফার্ম লিঃ এর হিসাবে খোলা ২টি ঋণ পত্রের ৯০% বিল মূল্য মাঃডঃ ৩১,৬৮,৮১০.০০ এর বিপরীতে সৃষ্ট মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি দায় টাকা ২৫,২৪,০২,৭৭০/- (পঁচিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ দুই হাজার সাতশত সত্তুর) সমন্বয় কল্পে শর্তারোপ করা হয় যে, যন্ত্রপাতির আপেক্ষিক ব্যয়ের ৫০% এর সমপরিমাণ টাকা ৩,৭৩,৫০,০০০/- (তিন কোটি তিয়াত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) এর মধ্যে টাকা ১,৮৭,০০,০০০/- (এক কোটি সাতাশি লক্ষ) নগদে পরিশোধ এবং অবশিষ্ট টাকা ১,৮৬,৫০,০০০/- (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) **এর** জন্য মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেক সম্পাদনসহ অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে এবং টাকা ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় কোটি) এর সমপরিমাণ সহযোগী জামানত প্রদান করতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত শর্তের কোনোটিই পালন না করা সত্ত্বেও টাকা ২৫,২৪,০২,৭৭০/- (পচিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ দুই হাজার সাতশত সত্তর) প্রকল্প খাত হতে ডেবিট করা হয়েছে। এতে মঞ্জুরি পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-(১৭)]।
- শাখার পত্র নং প্রশা/প্রকল্প/ঋণ/২৭৩/২০১২ তারিখ-১৯/০৯/২০১২ হতে জানা যায় দাখিলকৃত সহযোগী জামানত তৃতীয় পক্ষীয়। প্রকল্প পরিচালকদের নিজ নামীয় ভূমি (প্রকল্পের নিকটবর্তী স্থানের) বন্ধক দেয়ার জন্য বলা হলেও তা করা হয়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করা হয়নি। অথচ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের পূর্বেই চলতি মূলধন

বিনিয়োগ করা হয়েছে যা বর্তমানে মন্দ ও ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে শ্রেণিকৃত। মেয়াদী ঋণের প্রথম কিস্তি ২৫/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধ করার কথা থাকলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত মেয়াদী ঋণের কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। মেয়াদী ঋণ হিসাবটিও মন্দ ও ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে শ্রেণিকৃত।

- দাখিলকৃত সহায়ক জামানতের জমির নামজারি পত্র হতে দেখা যায় ৬৫৭ শতাংশ জমির কথা বলা হলেও জমি মূলত ৬৪৬.৫০ শতাংশ। যার মূল্য মাত্র টাকা ১৮,০০,০০,০০০ (আঠার কোটি)। অর্থাৎ পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত দ্বারা ঋণটি আবৃত করা হয়নি। [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-(খ)(৭)]।
- প্রধান শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/৬৮৬/২০১৫ তারিখ-১৪/১২/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পরিচালনা পরিষদ হতে চেয়ারম্যান জনাব আরিফ মোতাহার ও ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুবুল মোসাদ্দেক চৌধুরীকে অব্যাহতি প্রদান করে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ অনুমোদন দেয়া হয়। পূর্বের দুইজন পরিচালকের পরিসম্পদ ছিল ৩৩৪.৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান তিন জন পরিচালকের পরিসম্পদ মাত্র টাকা ২১৪,১৪,০০,০০০(দুইশত চৌদ্দ কোটি চৌদ্দ লক্ষ) কোটি এবং আইটি-১০বি অনুযায়ী মোট পরিসম্পদ টাকা ১২৭,৫৬,০০,০০০(একশত সাতাশ কোটি ছাপান্ন লক্ষ) এক্ষেত্রে পরিসম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের পরিচালনা পরিষদ পূনর্গঠনের অনুমোদন দিয়ে প্রকল্প ঋণ ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।
- উক্ত পত্রের মাধ্যমে ঋণ হিসাবের দায়স্থিতি ১০২.৩৪ কোটি টাকার ১ম কিস্তি ২৫/০১/২০১৪ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ২৫/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য ধরে বিদ্যমান মেয়াদ ২৫/১০/২০২০ হতে ৫ বছর বৃদ্ধি করে ২৫/১০/২০২৫ খ্রিঃ মেয়াদে পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেয়ার ফলে ঋণ আদায় দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিতে পড়েছে। উল্লেখ্য যে প্রকল্পটি এখনো চালু করা হয়নি।
- নতুন প্রকল্পের ধারণা না থাকা সত্ত্বেও মোটা অংকের অর্থ বিনিয়োগ করায় ব্যাংকের অর্থ ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ না করা।
- প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা না থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ করা।
- গ্রাহকের ইক্যুইটি জমা করে নাই। ফলে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পিএডি দায় সৃষ্টি করে প্রকল্প খাতে ডেবিট করে মূল্য পরিশোধ করা ।
- ব্যাংকের অন্য শাখার খেলাপী গ্রাহককে ঋণ প্রদান করা যা ব্যাংকিং নীতিমালা পরিপন্থি।
- প্রকল্প চালু না হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন বিতরণ করা ।
- যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় অনূন্য ২.৫% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ যথাক্রমে টাকা ৮৫.০০ লক্ষ ও টাকা ২৪.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট টাকা ১০৯.০০ লক্ষ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে জমা দিয়ে পুনঃতফসিল সুবিধা ভোগ করার জন্য জানানো হলে ঋণ গ্রহিতা ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণে টাকা ৮৫.০০ লক্ষ এবং সিসি(হাইপো) ঋণ হিসাবে টাকা ২৪.০০ লক্ষ জমা করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ০৩(তিন) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ঋণহিসাবটি শ্রেণিকৃত। কোন আদায় নেই।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১০৩,৩৪,৬৪,২১২/- (একশত তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বার) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ১১৯,০৪,০০,০০০/- (একশত উনিশ কোটি চার লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনাম: মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করায় এবং বিতরণকৃত ঋণটি খেলাপিতে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৫,৯৬,৮৭,৭০৩/- (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত তিন) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার ২০১৪ ও ২০১৫ খ্রিঃ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড বিভাগের নথি, সিএল বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করায় এবং বিতরণকৃত ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হওয়ায় ঋণ গ্রহিতা মেসার্স ডিজিটাল ব্রিকস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নিকট টাকা ৫,৯৬,৮৭,৭০৩/- (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত তিন) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১২ পৃষ্ঠা নং-১৭ এবং ১৮ এ দ্রষ্টব্য)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডিজিটাল ব্রিকস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক লি: এর মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, ঢাকা সার্কেল-১ এর মঞ্জুরি পত্র নং-মসঢাসা-১/ঢাপঅ/প্রকল্প ঋণ/২১/১২ তারিখঃ- ২৯/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫০ ঃ ৫০ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মেয়াদী মূলধন ঋণ টাকা ৪,২৭,৭২,০০০/- (চার কোটি সাতশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার) এবং চলতি মূলধন ঋণ টাকা ৪৭.৯৫ লক্ষ সহ মোট টাকা ৪,৭৫,৬৭,০০০/- (চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক লি: এর মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, ঢাকা সার্কেল-১ এর মঞ্জুরি পত্র নং-মসঢাসা-১/ঢাপঅ/প্রকল্প ঋণ/০৪/১৪ তারিখঃ- ০২/০২/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে ৮ বছর মেয়াদে ১৫.৫০% হার সুদে ইতোপূর্বে মঞ্জুরিকৃত টাকা ৪,৭৫,৬৭,০০০/- (চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার) এর (দীর্ঘমেয়াদী ৪২৭.৭২ লক্ষ + চলতি মূলধন ৪৭.৯৫ লক্ষ) অতিরিক্ত টাকা ৪,৩৯,৯৩,০০০/- (চার কোটি উনচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) লক্ষ এর প্রকল্প ঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ৪৩৭.৮৮ লক্ষ + চলতি মূলধন ২.০৫ লক্ষ) ৪৭ঃ৫৩ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিপূর্বক মঞ্জুরিসহ ঋণসীমা টাকা ৯,১৫,৬০,০০০/- (নয় কোটি পনের লক্ষ ষাট হাজার) এ উন্নীতকরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত মোতাবেক, হালনাগাদ সন্তোষজনক (সর্বোচ্চ ৬০ দিনের পুরাতন) সিআইবি প্রতিবেদন গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ বিতরণযোগ্য হবে কিন্তু নথিতে হালনাগাদ সিআইবি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-(গ)]।
- মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত মোতাবেক, কর্মপরিকল্পনা সম্পাদন ও তদনুযায়ী ঋণ বিতরণ করতে হবে কিন্তু উক্ত শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-(ঘ)]।
- মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত মোতাবেক, ইতোপূর্বে বিতরণকৃত ঋণের অর্জিত সুদ আদায়পূর্বক বর্তমান মঞ্জুরির আওতায় ঋণ বিতরণ করতে হবে। পরবর্তীতে মহাব্যবস্থাপক সচিবালয়, ঢাকা সার্কেল-১ এর মঞ্জুরি পত্র নং-মসঢাসা-১/ঢাপঅ/প্রকল্প ঋণ/৯৬/১৪ তারিখ-০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সময়ের সুদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রদেয় প্রথম কিস্তি পরিশোধের সাথে সমন্বয় করে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করে। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-(ঙ)]।
- মঞ্জুরি পত্রের ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি মোতাবেক প্রতি কিস্তি টাকা ৫১,২০,১২১/- (একান্ন লক্ষ বিশ হাজার একশত একুশ) করে মোট ২৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের নির্ণীত সুদ গ্রাহককে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত মঞ্জুরিকৃত আলোচ্য ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ ২৮/১১/২০১২খ্রিঃ থেকে ২৫ মাসান্তে অর্থাৎ ২৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ থেকে কিস্তি আদায়যোগ্য/পরিশোধযোগ্য হিসাবে অদ্যাবধি আদায়যোগ্য কিস্তির পরিমাণ ৫টি। গ্রাহকের হিসাব বিবরণীতে দেখা যায়, ৩০/১২/২০১৪, ১৭/০৮/২০১৫ ও ২৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৩ বারে আদায় করেছে মাত্র টাকা ৫,২০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার) যা এক কিস্তির দশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের পূর্ণাঙ্গ কোন কিস্তিই আদায় করা হয়নি।
- বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রাথমিক জামানতের পরিমাণ ২০৭ শতাংশ জমি, যার মূল্য টাকা ১,০৩,৫০,০০০/- (এক কোটি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। জামানত হিসাবে এর পরিমাণ খুবই নগণ্য। বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি রেখে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। জামানত ঘাটতির ফলে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- পরিশেষে বলা যায়, ঋণ বিতরণ পরবর্তী নিয়মিত তদারকির অভাবে ঋণ হিসাবটি কিস্তি খেলাপী ও ক্ষতিজনক মানে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের দায় টাকা ৫,৯৬,৮৭,৭০৩/- (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত তিন) আদায় ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যাংকের অনাদায়ি।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ করা।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে শাখা হতে পত্রের মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ১৮-০১-২০১৬ ও ২৮-০২-২০১৬ তারিখের ১ম ও ২য় তাগাদা পত্রের মাধ্যমে ঋণের সম্পূর্ণ দায়স্থিতি টাকা ৫,৯৬,৮৭,৭০৩/-(পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত তিন) পরিশোধের মাধ্যমে ঋণ হিসাব সমন্বয়ের জন্য শাখা হতে পত্র দেওয়া হয়েছে। সরাসরি টেলিফোনে এবং ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে ঋণের দায়স্থিতি পরিশোধের ব্যাপারে শাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণ গ্রহিতা সর্বশেষ ২৮-১২-২০১৫ তারিখে ঋণ হিসাবে টাকা ২০,০০০ টাকা সহ সর্বমোট টাকা ৫,২০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার) জমা করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে শাখা হতে পত্রের মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবে তাগাদা ও আদায়ের ব্যবস্থা অব্যহত আছে বলা হলেও ০৩ (তিন) বছর বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত ও গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা চলমান। পুন:তফসিলের জন্য গ্রাহক অদ্যাবধি আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৫,৯৬,৮৭,৭০৩/- (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত তিন) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ৬,৫৬,০০,০০০/-(ছয় কোটি ছাপান্ন লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৪

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করায় এবং পরবর্তীতে ঋণটি শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের টাকা ২৪,৭৫,০০,০০০/- (চব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৪ হতে ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ গ্রহিতা শক্তি-৭১ লিঃ এর ঋণের নথি এবং ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করায় এবং পরবর্তীতে ঋণটি শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় টাকা ২৪,৭৫,০০,০০০/- (চব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" পৃষ্ঠা নং- ১৯ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান শাখার মঞ্জুরি পত্র নং প্রশা/ঋণ/সিসি/প্রকল্প/শক্তি/১৭৩/২০১১, তাং-১৪/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতা শক্তি-৭১ লিঃ এর অনুকূলে প্রকল্প ঋণ হিসাবে টাকা ৮,৫০,০০,০০০/- (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যার মেয়াদকাল ছিল ০৪/১২/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- উল্লেখিত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত ছিল ৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৬ মাস রেয়াতী সময়সহ ঋণের মেয়াদ ৮(আট) বছর এবং প্রকল্প ঋণ ২৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ঋণের ১ম কিস্তি ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ১৫ তম মাসে অর্থাৎ ০৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এবং শেষ কিস্তি ৯৬তম মাসে অর্থাৎ ০৫/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ৫/৩/২০১৩ খ্রিঃ হতে ৫/৩/২০১৬ খ্রিঃ এর মধ্যে নির্ধারিত ১৩টি কিস্তির প্রতি কিস্তি টাকা ৫৯,৪৭,৪৭৪/- (উনষাট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত চুয়াত্তর) হিসাবে কোন টাকাই ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক পরিশোধ করা হয়নি [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত-৬(ক)]।
- প্রকল্পের প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মজুদ মালামালের উপর বীমা করার কথা থাকলেও ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক বীমা করা হয়নি [মঞ্জুরি পত্রের সাধারণ শর্ত-৭(২)]।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মেশিনারীজ ক্রয় এবং পূর্ত নির্মাণ কাজ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন প্রধান শাখা এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-১৪]। ।
- ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/শক্তি/২১২/১৩, তাং-০৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতা শক্তি-৭১ লিঃ এর অনুকূলে পুনরায় বিদ্যমান টাকা ৮,৫০,০০,০০০/- (আট কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) হতে টাকা ৯,৮০,০০,০০০/- (নয় কোটি আশি লক্ষ) মেয়াদী ঋণ বর্ধিতকরণ করা হয়। মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহককে অতিরিক্ত (বর্ধিত ৯.৮০ কোটি–মূল ৮.৫০ কোটি)= টাকা ১,৩০,০০,০০০/- (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) বর্ধিত প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে ঋণ গ্রহিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শাখার মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/০৪/৪৮/২০১৪, তারিখ-০৭/০১/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবে টাকা ৪,০০,০০০০০/- (চার কোটি) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যার মেয়াদকাল ছিল ৩০/১১/২০১৫ খ্রিঃ। এই মেয়াদের মধ্যে সিসি ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না হলেও প্রকল্পে বর্ধিত মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর সম্পন্ন না হলেও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা মঞ্জুরি পত্রের শর্ত বা ব্যাংক অর্থায়ন নীতিমালার পরিপন্থী। প্রকল্পের প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মজুদ মালামালের উপর বীমা করার কথা থাকলেও ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক বীমা করা হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাংক থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা যায়নি।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা ও সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা পরিশোধে গ্রাহক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঋণ সমূহ শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের টাকা ২৪,৭৫,০০,০০০/- (চব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী প্রথম ৩ বছরে ১৩টি কিস্তির একটিও পরিশোধ না করা।
- প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং পরবর্তীতে শ্রেণিমানে পরিণত হওয়া।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- প্রকল্পের পিসিআর সম্পন্ন না হলেও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতাকে গত ২০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ, ২২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ ও ২৬/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহিতাকে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এতেও ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বিগত ১৫/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অনাদায়ি টাকা আদায় না হওয়ায় খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না হলেও প্রকল্পে বর্ধিত মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের পিসিআর সম্পন্ন না হলেও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে; যা মঞ্জুরি পত্রের শর্ত বা ব্যাংক অর্থায়ন নীতিমালার পরিপন্থী। প্রকল্পের প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মজুদ মালামালের উপর বীমা করার কথা থাকলেও ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক বীমা করা হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাংক থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা যায়নি। ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে ২৫/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পুন:তফসিল করা হয়নি। গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা চলমান।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী (প্রকল্প ৮,৫০,০০,০০০+সিসি হাইপো ৪,০০,০০,০০০০) মোট টাকা ১২,৫০,০০,০০০/- (বার কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ২৪,৭৫,০০,০০০/- ((চব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৫

শিরোনাম: পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংকের টাকা ১৯,০৮,৯০,০৪৬/- (উনিশ কোটি আট লক্ষ নব্বই হাজার ছেচল্লিশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ ও অগ্রিম শাখার নথিপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স কোবাল্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংকের টাকা ১৯,০৮,৯০,০৪৬/- (উনিশ কোটি আট লক্ষ নব্বই হাজার ছেচল্লিশ) অনাদায়ি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" পৃষ্ঠা নং- ২০ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোবাল্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, প্যারামাউন্ট হাইটস (১১তলা), ফ্লাট নং-সি-২, ৬৫/২/১ বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ কে মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/কোবাল্ট/১১৮/১০ তারিখ- ১৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১০,১৫,০০,০০০/- (দশ কোটি পনের লক্ষ) মেয়াদী ঋণ ও টাকা ৮৫,০০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ) সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। সুদের হার ছিল ১৩% বা সময় সময় প্রযোজ্য হার। ঋণের মেয়াদ ছিল প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ১২ মাস বাস্তবায়ন ও ১২ মাস রেয়াতী সময়সহ মোট ১০ বছর অর্থাৎ ১৯/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
- ঋণ পরিশোধের শর্ত ছিল ৩২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি ঋণ বিতরণের প্রথম তারিখ হতে ২৭তম মাসে এবং শেষ কিস্তি ১২০তম মাসে পরিশোধ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণীত হওয়ার পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্পের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধের শর্ত ছিল। সিসি(হাইপো) ঋণের মেয়াদ ছিল ১ম বিতরণের তারিখ হতে ১২ মাস [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী-(৬)(ক)]।
- সিডিউল অনুযায়ী প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল ১৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ। কিন্তু গ্রাহকের ২১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ স্মারক নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/কোবাল্ট/৩৩২/১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময় ১২ মাসের পরিবর্তে ২১ মাস অর্থাৎ ১৯/১০/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে রেয়াতী সময় ১২ মাস ও ঋণের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ১৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ ও শেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ ১৯/০১/২০২১ খ্রিঃ নির্ধারণ করেন।
- প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয় ২২/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু গ্রাহক ঋণ পরিশোধের প্রথম তারিখ হতে কিস্তি বাবদ কোনো টাকা পরিশোধ করেননি।
- গ্রাহকের ১০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ এবং ১৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ ভিত্তিক দায়স্থিতি টাকা ১৬,৩০,৯৪,০০০/- (ষোল কোটি ত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার) এর ১ম কিস্তি ১৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য ধরে ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ১৯/০১/২০২১ খ্রিঃ হতে বর্ধিত করে ১৯/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কিস্তি পুনঃতফসিলীকরণের জন্য প্রধান শাখা প্রস্তাব করলে স্মারক নং-সিপিসিআরএমডি/পলিসি/১৩/২০১৫, তারিখ-২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অন্যূন ৫% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয় হতে অনাপত্তি প্রদান করা হয়।
- শর্ত দেয়া হয় সর্ব্বোচ্চ ৬০(ষাট) দিনের অধিক কোনো কিস্তি খেলাপী হলে এ সুবিধা বাতিল হবে এবং Memorandum of Deposit of Cheques সম্পাদনসহ কিস্তির সমঅংকের অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে [পুনঃতফসিলীকরণের শর্তাবলী-(৫)] ।
- কিন্তু গ্রাহক পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী অন্যূন ৫% হারে ডাউন পেমেন্ট বাবদ টাকা ৮১,৫৪,৭০০/- (একাশি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত) নগদে জমা প্রদান করেননি এবং কিস্তির সমঅংকের অগ্রিম তারিখযুক্ত চেকও প্রদান করেননি বা কিস্তিও পরিশোধ করেননি। ফলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায় [পুনঃতফসিলীকরণের শর্তাবলী-(১)] ।
- নিরীক্ষাধীন সময় পর্যন্ত (১৯/০১/২০১৬ খ্রিঃ) ৯টি কিস্তি বাবদ টাকা (৯×৮৬,৫৩,৪৮৪)=টাকা ৭,৭৮,৮১,৩৫৬/- (সাত কোটি আটাত্তর লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছাপান্ন) খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। অনারোপিত সুদ টাকা ৬৩,০০,০০০/- (তেষট্টি লক্ষ) সহ ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক সর্বমোট দায় টাকা ১৯,০৮,৯০,০৪৬/- (উনিশ কোটি আট লক্ষ নব্বই হাজার ছেচল্লিশ) যা ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।
- প্রকল্প চালু থাকা অবস্থায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাহকের বিরুদ্ধে ঋণ পরিশোধের জন্য কার্যকরী বা আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরির শর্ত পালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় না হওয়া।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতাকে গত ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ, ০২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ, ২৩/১২/২০১৫ খ্রিঃ ও ১০/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। সর্বশেষ গত ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতাকে চূড়ান্ত তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে গ্রাহকের ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত ও মামলা নং-৯০৭/২০১৬, তাং- ০৯/৮/২০১৯ খ্রিঃ চলমান। বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর আওতায় পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণ করা হয়নি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১৯,০৮,৯০,০৪৬/- (উনিশ কোটি আট লক্ষ নব্বই হাজার ছেচল্লিশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ২০,১০,০০,০০০/- (বিশ কোটি দশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৬

শিরোনাম: ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণের পরিশোধসূচী পুন:বিন্যাস করার পরও তা আদায় না হওয়ায় টাকা ১২,২৪,১৭,০১৯/- (বার কোটি চব্বিশ লক্ষ সতের হাজার উনিশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ ও অগ্রিম শাখার নথিপত্র যাচাইয়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ গ্রহিতা নবান্ন রাইছ মিলস্ লিঃ এর নিকট হতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণের পরিশোধসূচী পুনঃবিন্যাস করার পরও তা আদায় না হওয়ায় টাকা ১২,২৪,১৭,০১৯/- (বার কোটি চব্বিশ লক্ষ সতের হাজার উনিশ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫"পৃঃ নঃ ২১ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক ব্যাংকের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান নবান্ন রাইছ মিলস্ লিঃ, মেহেরবা প্লাজা, (৬ষ্ঠ তলা), রুম নং-৫/বি, ৩৩, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ কে মঞ্জুরি পত্র নং- প্রশা/ঋণ/নবান্ন/১৩৮/২০১১, তারিখ-০৮/০২/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণের মেয়াদ ছিল ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৬ মাস রেয়াতী সময় সহ মোট ৬ বছর। সুদের হার ছিল ১৩% এবং সময় সময় প্রযোজ্য হার।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত ছিল ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি ঋণ বিতরণের প্রথম তারিখ হতে ১৫তম মাসে এবং শেষ কিস্তি ৭২তম মাসে পরিশোধ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী-(৬)(ক)]।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ও রেয়াতী সময়ের সুদ নির্ণিত হওয়ার পর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকল্পের নিজস্ব উৎস হতে এ সুদ পরিশোধ করতে হবে। ২০টি কিস্তির বিপরীতে প্রতি কিস্তির সমপরিমাণ অংকের ২০টি আগাম চেক (মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিটসহ) প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগাম চেকের টাকা নগদায়ন না হলে বা চেক প্রত্যাখ্যাত হলে এন.আই. এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(১৮)]।
- পরবর্তীতে মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/নবান্ন/১৯৫/২০১২, তারিখ-০৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১,৪০,০০,০০০/- (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ) বর্ধিত করে ঋণ টাকা ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) হতে টাকা ৬,৪০,০০,০০০/- (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ) উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে আবারও শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/নবান্ন/২৩৫/২০১৩, তারিখ-১৭/০৯/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি খাতে টাকা ১,১০,০০,০০০/- (এক কোটি দশ লক্ষ) বর্ধিত ঋণ মঞ্জুরি পূর্বক টাকা ৬,৪০,০০,০০০/- (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ) থেকে টাকা ৭,৫০,০০,০০০/- (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহক মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণের ১ম কিস্তি ২৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য হওয়ায় গ্রহিতা ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ৩০/০৫/২০১৮ খ্রিঃ অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকালীন সময় ১৮ মাস বৃদ্ধি করে কিস্তি পুনঃবিন্যাস করণের আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ৫% হারে ডাউন পেমেন্ট জমা দিতে বলে এবং প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট জমা না করা সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ২৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ এবং শেষ কিস্তি ২৯/০৫/২০১৮ খ্রিঃ নির্ধারণ করেন, যা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থি। এতদসত্ত্বেও গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় ঋণ হিসাবটি বর্তমানে ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হয়েছে।
- ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সিডিউল অনুযায়ী ৭টি কিস্তি বাবদ টাকা (৭×৮০,৪৭,০১৯) =টাকা ৫,৬৩,২৯,১৩৩/- (পাঁচ কোটি তেষট্টি লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত তেত্রিশ) পরিশোধের কথা থাকলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত কোনো টাকা পরিশোধ করেনি। ফলে টাকা ৫,৬৩,২৯,১৩৩/- (পাঁচ কোটি তেষট্টি লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত তেত্রিশ) মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে ঋণ হিসাবটি ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হয়েছে।
- ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত দায় স্থিতি টাকা ১২,২৪,১৭,০১৯/- (বার কোটি চব্বিশ লক্ষ সতের হাজার উনিশ) যা ব্যাংকের অনাদায়ি রয়েছে।
- উক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের অর্থ আদায় হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালণ না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুনঃ বিন্যাসকৃত ডাউন পেমেন্ট জমা না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতাকে গত ২০/১০/২০১৪, ১৮/১১/২০১৪ ও ০২/০৬/২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং গত ১০/১২/২০১৫ তারিখে চূড়ান্ত তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ০৯/০৩/২০১৬ তারিখে ঋণ গ্রহিতাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অনুযায়ী অনাদায়ী অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হলেও কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত যাচাইকালে দেখা যায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ জারি মামলা নং -৫১৯/১৭, তারিখ ১৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ এ অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় ব্যাংকের পক্ষে সনদ ইস্যু করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় জারি মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে। গ্রাহক পুন:তফসিলের আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ১২,২৪,১৭,০১৯/- (বার কোটি চব্বিশ লক্ষ সতের হাজার উনিশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ১২,৪৭,০০,০০০/- (বার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

শিরোনাম: মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও প্রদত্ত ঋণ আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ব্যাংকের টাকা ৫৩,৬৫,৭৪,১৬০/-(তিপান্ন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত ষাট) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগের নথিপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, যিল টেক্সটাইলস লিঃ কে মঞ্জুরিকৃত ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ, সীমাতিরিক্ত এবং ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হওয়ার পরও প্রদত্ত ঋণ আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ব্যাংকের টাকা ৫৩,৬৫,৭৪,১৬০/- (তিপান্ন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত ষাট) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬" পৃষ্ঠা নং- ২২ এবং ২৩ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা'র মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/যীলটেক্সটাইল/১১১/১০, তারিখ-১৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে যিল টেক্সটাইলস্ লিঃ এর অনুকূলে টাকা ২৭,০০,০০,০০০/- (সাতাশ কোটি) মেয়াদী ঋণ এবং টাকা ২,০০,০০,০০০/-(দুই কোটি) প্রারম্ভিক চলতি মূলধন ঋণসহ মোট টাকা ২৯,০০,০০,০০০/- (উনত্রিশ কোটি) ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ১৩/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত টাকা ৪,৯৩,০০,০০০/- (চার কোটি তিরানব্বই লক্ষ) মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ০৯/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে এবং প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে ১০/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে থাকলেও নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেনি। গ্রাহকের ০২/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/যীল/৬৭৮/২০১৩, তারিখ-১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১২/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ঠিক রেখে বাস্তবায়নকালীন সময় ০১ বছর বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ১২/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে রেয়াতী সময় ১২ মাস ও ঋণের মেয়াদ ১২/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ অপরিবর্তিত রেখে ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ১১/০৪/২০১৩ খ্রিঃ এর পরিবর্তে ১১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণ পরিশোধে বিরত থাকে।
- পরবর্তীতে গ্রাহকের ২৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে যীল টেক্সটাইল লিমিটেডের মেয়াদী ঋণ হিসাবটির পুনঃতফসিলিকরণের প্রস্তাব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃবিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেনঃ
  "যীল টেক্সটাইল লিমিটেড এর মেয়াদী ঋণটি ন্যূনতম ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ পূর্বক ১ম কিস্তি ৩০/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য গণ্য করে পরিশোধ সময়সীমা মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ হতে ২৪ মাস বৃদ্ধি করে পুনঃতফসিল অনাপত্তি প্রদান করা হলো"।
  এক্ষেত্রে পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতিসহ নিম্নোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করতে হবে, যথা:-
  (১) ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ১২/০১/২০২০ খ্রিঃ হতে ২৪ মাস বর্ধিত করে ১২/০১/২০২২ খ্রিঃ মেয়াদে নির্ধারণ করতঃ ৩০ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পুনঃতফসিলীকরণ।
  (২) মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেকসহ ৩০ টি সম অংকের অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক শাখায় দাখিল করতে হবে।
  (৩) কোনো কিস্তি ৬০ দিনের অধিক মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় থাকলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। [পুনঃতফসিলিকরণের শর্তাবলী (ক) (খ) (গ)]।
- এতদসত্ত্বেও গ্রাহক মেয়াদী ঋণের একটি কিস্তিও পরিশোধ করেননি। ফলে ঋণ হিসাবটি পুনঃতফসিলিকরণের শর্তাবলী ভঙ্গের কারণে পুনরায় ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হয়েছে।তা ছাড়া চলতি মূলধন ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ এবং সীমাতিরিক্ত হয়ে মন্দ ও ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হয়েছে। গ্রাহকের রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন হিসাবটি দীর্ঘদিন মন্দ ও ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হলেও আদায়ের বিষয়ে শাখার উল্লেখযোগ্য কোনো তদারকি পরিলক্ষিত হয়নি। ঋণ আদায়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে টাকা ৫৩,৬৫,৭৪,১৬০/- (তিপ্পান্ন কোটি পয়ষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত ষাট) অনাদায়ি রয়েছে ।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধ না করা।
- প্রদত্ত ঋণ আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ০২/০৯/২০১৫ খ্রিঃ, ২৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ, ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ এবং ০৭/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি অনযায়ী ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণহিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ১১/০১/২০২০ খ্রিঃ। ফেব্রুয়ারী/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায়, আপত্তি পরবর্তী কোন টাকা আদায় হয়নি। গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা নং-৫৫৪/২০১৯, তারিখ ১৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ চলমান। ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে নিলামের দিন ধার্য করা আছে।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৫৩,৬৫,৭৪,১৬০/- (তিপ্পান্ন কোটি পয়ষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত ষাট) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ৮৮,৮৩,০০,০০০/-(আটাশি কোটি তিরাশি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৮

শিরোনাম: প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ এবং খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৮,০৩,০৭,০০০/- (আট কোটি তিন লক্ষ সাত হাজার) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষা কালে ঋণ ও অগ্রিম এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের নথিপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠান অর্ক গ্রেড কে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ এবং খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৮,০৩,০৭,০০০/- (আট কোটি তিন লক্ষ সাত হাজার) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭" পৃষ্ঠা নং- ২৪ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা'র ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠান অর্ক গ্রেড এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি ঋণপত্র নং PLIIMCA140590008, তারিখ-২৯/০২/২০১৪ খ্রিঃ, মূল্য-মাঃডঃ ২৫,৮০০ এর বিপরীতে ১২,৪৭৮(বার হাজার চারশত আটাত্তর) মাঃ ডঃ মূল্যের ১টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়, যার নং-০০০১১৪০৪০৭৫০, তারিখ-৩০/০৩/২০১৪ খ্রিঃ। বিলমূল্য পরিশোধের দেয় তারিখ ছিল ২৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ। স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল দ্বারা ২৫,৮০০ (পঁচিশ হাজার আটশত) মাঃ ডঃ মূল্যের তৈরী পোশাক রপ্তানি করলেও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি। রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় এবং এফবিপিএআর হিসাবে ফান্ড না থাকায় দেয় তারিখে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করার জন্য গ্রাহকের হিসাবে টাকা ৯,৮০,০০,০০০/-(নয় কোটি আশি লক্ষ) ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়।
- অন্যদিকে রপ্তানি ঋণপত্র নং ৫৪৭০৭০২১০৫, তারিখ-০৪/০৬/২০১৪ খ্রিঃ, মূল্য-মাঃডঃ ১,৩৪,২০১.০২ এর বিপরীতে ৯৯,৯০০(নিরানব্বই হাজার নয়শত) মাঃ ডঃ মূল্যের ৩টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয় যার নং ০০০১১৪০৪১৫৬১, ০০০১১৪০৪১৫৬২ ও ০০০১১৪০৪১৫৬৩, তারিখ-০৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ। আমদানি বিল মূল্য যথাক্রমে মাঃডঃ ৬২,৯০০.০০, ১২,০০০.০০ ও ২৫,০০০.০০। বিলমূল্য পরিশোধের দেয় তারিখ ছিল যথাক্রমে ২৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ, ০৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ এবং ০৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ। স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল দ্বারা মাঃ ডঃ ১,৩৪,২০১.০২ মূল্যের তৈরী পোশাক রপ্তানি করলেও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি। রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় এবং এফবিপিএআর হিসাবে ফান্ড না থাকায় দেয় তারিখে আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ করার জন্য গ্রাহকের হিসাবে টাকা ৭৮,৫২,০০,০০০/-(আটাত্তর কোটি বায়ান্ন লক্ষ) এর ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি বিলের মূল্য পরিশোধ করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাধীন সময় পর্যন্ত মোট ডিমান্ড লোনের (৯.৮০ লক্ষ+৭৮.৫২ লক্ষ)= টাকা ৮৮,৩২,০০০/-(আটাশি লক্ষ বত্রিশ হাজার) এর মধ্যে কোন অর্থ গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়নি। যার ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ ভিত্তিক দায়স্থিতি টাকা ১,০২,৯০,০০০/-(এক কোটি দুই লক্ষ নব্বই হাজার) যা ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।
- উপরে বর্ণিত দুইটি রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে স্থাপিত চারটি ব্যাক টু ব্যাক এলসি জাহাজীকরণের সর্বশেষ তারিখের মাত্র ০১ মাস পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমটির শিপমেন্ট তারিখ ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ, ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে ৩০/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এবং শেষটির সর্বশেষ শিপমেন্ট তারিখ ছিল-২২/০৮/২০১৪ খ্রিঃ, ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে ০৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে। একজন নতুন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এটি পর্যাপ্ত সময় ছিল না। এক্ষেত্রে ব্যাংক যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি বিধায় বিলম্ব শিপমেন্ট এবং অন্যান্য ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- এ ছাড়াও মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/অর্কগ্রেড/৯৭/০৯, তারিখ-১৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অর্ক গ্রেড এর অনুকূলে ৫০:৫০ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে টাকা ৩,১৫,০০,০০০/-(তিন কোটি পনের লক্ষ) মেয়াদী ঋণ অনুমোদন করা হয়।
- অনুমোদিত ঋণের সুদের হার ছিল ১৩% এবং সময় সময় প্রযোজ্য হার। মেয়াদ ৬ মাস বাস্তবায়নকাল এবং ৬ মাস রেয়াতি সময়সহ মোট ৫ বছর। মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী মোট ১৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণটি ১ম কিস্তি ঋণ বিতরণের ১২ মাসান্তে পরিশোধযোগ্য ছিল। কিন্তু গ্রাহক মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী কোনো কিস্তি পরিশোধ করেনি।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প ঋণ হিসাবটির প্রথম কিস্তি ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আদায়যোগ্য ধরে বিদ্যমান মেয়াদ ৩০/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে ১৮ মাস বর্ধিত করে ৩১/০১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়।

পুনঃতফসিলের শর্ত ঃ

(১) প্রকল্প ঋণের জন্য মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেকস্ সম্পাদনসহ ১৫টি কিস্তির সমসংখ্যক আগাম তারিখ যুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে।

(২) পুনঃতফসিল মোতাবেক ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।সে মোতাবেক ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০টি কিস্তি বাবদ টাকা (৩৫,৬৩,৩৭৩×১০) = টাকা ৩,৫৬,৩৩,৭৩০/- (তিন কোটি ছাপান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত ত্রিশ) পরিশোধযোগ্য ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেনি। ফলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। ঋণ হিসাবটির ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক দায়স্থিতি টাকা ৫,৬১,২০,০০০/- (পাঁচ কোটি একষট্টি লক্ষ বিশ হাজার) লক্ষ যা ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।

- গ্রাহকের ০৪/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরি পত্র নং- প্রশা/ঋণ/সিসি/অর্ক গ্রেড/৪১/১২, তারিখ- ০৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে টাকা ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) সিসি(হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী সুদের হার ছিল ১৬% এবং মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ অথবা তৎপূর্বে ঋণটি সম্পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে। প্রয়োজনে মেয়াদোত্তীর্ণের ০২ মাস পূর্বে নবায়ন প্রস্তাবনা শাখায় দাখিল করতে হবে।
- কিন্তু গ্রাহক গত ২১/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পর শাখায় আর কোনো লেনদেন করেনি। ফলে হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে ক্ষতিজনক শ্রেণিমানে পরিণত হয়েছে। ঋণ হিসাবটির ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ ভিত্তিক দায়স্থিতি টাকা ১,৩৮,৯৭,০০০/- (এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার) যা ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত।
- ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত তিনটি হিসাবে গ্রাহকের দায়স্থিতি টাকা (১০২.৯০ লক্ষ+৫৬১.২০ লক্ষ+১৩৮.৯৭ লক্ষ)=টাকা ৮,০৩,০৭,০০০/- (আট কোটি তিন লক্ষ সাত হাজার)।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে ব্যাংক টাকা ৮,০৩,০৭,০০০/- (আট কোটি তিন লক্ষ সাত হাজার) ক্ষতির সম্মুখীন।
- গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থি কার্যকলাপের নামান্তর, যার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) হালনাগাদ সিআইবি সন্তোষজনক সাপেক্ষে ঋণ বিতরণযোগ্য হবে। এছাড়া ঋণ বিতরণের পূর্বে ইক্যুইটির উৎসের বিষয়ে শাখাকে নিশ্চিত করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(৩)(১)]।

(২) ঋণ মঞ্জুরির ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে ঋণের সম্পূর্ণ দলিলাদি সম্পাদনে ব্যর্থ হলে ঋণ মঞ্জুরি বাতিল বলে গণ্য হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(৩)(৪)]।

(৩) দলিলায়নের সময় পরিশোধযোগ্য মোট ১৭টি কিস্তির বিপরীতে প্রতি কিস্তির সমপরিমাণ অংকের ১৭টি আগাম চেক (মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিটসহ) প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগাম চেকে টাকা নগদায়ন না হলে ১৯৮১ এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(৩)(১১)]।

(৪) প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণ সীমার জন্য ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য শর্তাবলি এই ঋণের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(৩)(১৭)]।

(৫) পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী-(৪)]

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরি শর্তাদি যথাযথ প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা ।
- ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি ডকুমেন্টস প্রেরণের ফলে পোশাক রপ্তানি হলেও মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা ।
- পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল না করা।
- খেলাপী গ্রাহকের অনুকুলে ঋণ বিতরণ করা।
- ঋণ আদায়ে যথাসময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- খেলাপী ঋণের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে শাখা কর্তৃক ১১/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১ম তাগিদপত্র, ০২/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২য় তাগিদপত্র এবং ২৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত তাগিদপত্র প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ০৩(তিন) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০১/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ৩০/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের গ্রাহকের ঋণহিসাব মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত পুন:তফসিল করা হয়নি। গ্রাহকের বিরুদ্ধে জারি মামলা নং-১৬৪/২০১৯।
- উথাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৮,০৩,০৭,০০০/- (আট কোটি তিন লক্ষ সাত হাজার) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ১২,১০,০০,০০০/-(বার কোটি দশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

শিরোনামঃ প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ অনাদায়ি ও শ্রেণিকৃত কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ২৫,২৪,৫৭,৪৪২/- (পঁচিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ঈশ্বরদী শাখা, পাবনা এর ২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে, প্রতিষ্ঠানের স্টেটমেন্ট অব এ্যাফেয়ার্স, সিসি লোন লেজার, সিএল নথি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট নথি পত্র হতে দেখা যায় যে, আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ ঈশ্বরদী পাবনা কে মঞ্জুরিকৃত সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ অনাদায়ি ও শ্রেণিকৃত কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় টাকা ২৫,২৪,৫৭,৪৪২/- (পঁচিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" পৃষ্ঠা নং- ২৫ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ১) উকাসা গ্যাস ইঞ্জিন জেনারেটর ক্রয়ের জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের শিল্প উন্নয়ন ঋণ বিভাগের মঞ্জুরি পত্র নং শিউঋবি/ওয়েজ/আলহাজ্ব/৬৮০/২০০৩ তারিখঃ ০৪/১১/২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ ঈশ্বরদী পাবনাকে টাকা ২,১৪,৯৭,০০০(দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ সাতানব্বই হাজার) সুদ সহ ষান্মাষিক টাকা ১৮,৩৫,৩১৯/-(আঠার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত উনিশ) টাকা হারে মোট ১৬ কিস্তিতে অর্থাৎ ৮ বৎসরে ০৪/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২৮/১২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পর আর কোন কিস্তি আদায় হয়নি। ঋণ হিসাবটির বর্তমান/লেজার স্থিতি সুদসহ টাকা ২,২০,৪৭,৯৫৪ (দুই কোটি বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শত চুয়ান্ন) যা আদায় অনিশ্চিত (অবশিষ্ট আসল ১,৪০,২৪,৬৫২/-+সুদ ৮০,২৩,৩০২/-)।
- ২) একই প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয় বিএমআরই (Business Modernizetion Rconstruction Erection) কল্পে ঋণ মঞ্জুরি পরবর্তী প্রকল্পের যন্ত্রপাতি সংগ্রহকল্পে ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং শিঋবি-১/ওয়েজ/আলহাজ্ব/১৭/২০০৫ তারিখঃ ২৪/০৪/২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন কালীন সুদ সহ টাকা ৪,৯২,৩০,০০০/- (চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার) মেয়াদী মূলধন হিসাবে ৮ বৎসর মেয়াদে ষান্মাষিক প্রতি কিস্তি সুদ সহ টাকা ৩৫,১৬,৪২৫/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার চারশত পঁচিশ) হারে ১৪ টি কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ১০/১২/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ কিস্তির টাকা জমা করার পর আর গ্রাহক কর্তৃক কোন কিস্তি জমা হয়নি। ঋণ হিসাবটির বর্তমান/লেজার স্থিতি সুদসহ টাকা ৫,১৯,৪১,৯৯১/- (পাঁচ কোটি উনিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত একানব্বই), যা আদায় অনিশ্চিত (অবশিষ্ট আসল ৩,৬৭,৯৬,৭১৯/-+সুদ ১,৫১,৪৫,২৭২/-)।
- ৩) উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম বিএমআরইকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ঋণ টাকা ১৪,৮০,৩১,০০০/- (চৌদ্দ কোটি আশি লক্ষ একত্রিশ হাজার) ও স্বল্পমেয়াদী চলতি মূলধন ঋণ টাকা ৩,৯৬,৫০,০০০/- (তিন কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) সহ মোট টাকা ১৮,৭৬,৮১,০০০/- (আঠার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ একাশি হাজার) ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং শিউঋবি/ওয়েজ/৪৯৮ তারিখঃ ০১/০১/১৯৯৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের প্রথম তারিখ হতে ৩৬ মাসান্তে ষান্মাষিক কিস্তিতে আসল প্রতি কিস্তি টাকা ১,০৫,৭৩,৬৪২/-(এক কোটি পাঁচ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ) ও সুদ প্রতি কিস্তি টাকা ১১,৬৩,১০০/- (এগার লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত) হারে পরিশোধ শর্তে এই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ২৪/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ কিস্তি জমা করা হয়েছে এবং উক্ত তারিখের পর ঋণ হিসাবটিতে আর কোন লেনদেন হয়নি। ঋণ হিসাবটির বর্তমান/লেজার স্থিতি টাকা ১২,৪৭,৫৬,০২৫/- (বার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার পঁচিশ) যা আদায় অনিশ্চিত (অবশিষ্ট আসল ৪,৬০,০২,৬২২/-+সুদ ৭,৮৭,৫৩,৪০৩/-)
- ৪) মঞ্জুরি পত্র নং বিডি/বিএমএ/০৯/৬৯১ তারিখঃ ০৮/১০/২০০৯ এর মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় হতে সিসি (হাইপো) লিমিট ৬,০০,০০,০০০/-(ছয় কোটি) এবং সিসি (প্লেজ) টাকা ৭,৫০,০০,০০০/-(সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ৩১/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ নবায়নের পরও ঋণ গ্রহিতা এই হিসাবে আর কোন লেনদেন করেন নি। ঋণ হিসাবটির বর্তমান লেজার স্থিতি টাকা ৫,৩৭,১১,৪৭১/- (পাঁচ কোটি সাতত্রিশ লক্ষ এগার হাজার চারশত একাত্তুর) যা আদায় অনিশ্চিত। ঋণ হিসাবটি নবায়ন মঞ্জুরি প্রদানের স্বপক্ষে ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া আশ্বাস এবং শাখা হতে সার্কেল অবধি সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষের মিথ্যা তথ্য প্রদান ঋণের অঙ্ক বর্ধিতকরণ ও তামাদিতে পরিণত হতে সহায়তা করেছে। কারণ এই শাখাতেই মেসার্স আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ ঈশ্বরদী পাবনাকে প্রদত্ত উপরিউক্ত ১ নং হতে ৩ নং ঋণ হিসাবগুলো ইতোপূর্বে কুঋণে পরিণত হয়েছিল। তারপরও ঋণগ্রহিতার পক্ষে পুনরায় ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) হালনাগাদ সিআইবি সন্তোষজনক সাপেক্ষে ঋণ বিতরণযোগ্য হবে [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্ত-৭(ক)]।

(২) মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী লিমিটি সমন্বয় করতে হবে এবং ঋণের শেষ সময়সীমার পর কোন উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া যাবে না [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী ৬(৫)]।

(৩) প্রকল্পের বাস্তবায়ন, ঋণ বিতরন ও আদায় কার্যের সার্বিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের জন্য শাখার একজন কর্মকর্তাকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব অর্পন করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের অন্যান্য শর্তাবলী ৪(চ)]।

- ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানটির ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট সম্পদ আছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে ঋণগুলোর বিপুল পরিমান অর্থ অনাদায়ী রয়েছে।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/০১ তারিখঃ ০১/০১/২০১৪ খ্রিঃ এ ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত নির্দেশনা বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত সংশোধিত এমওইউ এর শর্ত অনুযায়ী ঋণ প্রস্তাব গ্রহণ, বাছাই, ঋণ চাহিদা নিরূপন, তদারকি, বিতরণ ও আদায় সম্পর্কিত জারীকৃত নিয়মাবলী, পদ্ধতি, প্রচলিত বিধি বিধান এবং মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। কিন্তু অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ঈশ্বরদী শাখা, পাবনা কর্তৃক ঋণটি প্রদান, তদারকি ও আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব।
- যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলা হলেও প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- ঋণ হিসাবটি রিট পিটিশন দায়ের করায় সিআইবিতে শ্রেণিকৃত না দেখানো হলেও বাস্তবে ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত। গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা নং ৮৯/১৩, তাং-২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ চলমান।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ২৫,২৪,৫৭,৪৪২/- (পঁচিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত বিয়াল্লিশ) এর বিপরীতে ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ২৫,৩৬,০০,০০০/-(পঁচিশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২০

শিরোনাম: ডিমান্ড লোন প্রদানের পর তা মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৯,৪৯,৮৫,৫৬৬/- (নয় কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছেষট্টি) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, রাজশাহী এর ২০১৩-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ঋণ লেজার, লোন নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ডিমান্ড লোন প্রদানের পর তা মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৯,৪৯,৮৫,৫৬৬/- (নয় কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছেষট্টি) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৯" পৃষ্ঠা নং- ২৬ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, রাজশাহী কর্তৃক রাজশাহী সার্কেল রাজশাহী এর বৈদেশিক বাণিজ্যে পার্টির মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় মঞ্জুরি পত্র নং-মসরাসা/ঋণ/সাহেব কপোঃ-৭৩৪/০১৮/১৩, তারিখ- ৩০/০৯/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ২২% হার সুদে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে টাকা ৮,৮৬,৭৯,০০০/- (আট কোটি ছিয়াশি লক্ষ উনআশি হাজার) পিএডি ঋণ সৃষ্টি করে বৈদেশিক ব্যাংককে মূল্য পরিশোধ করা হয়। ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, ১৮/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখের পর থেকে গ্রাহকের নিকট হতে কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ পিএডি ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মঞ্জুরি পত্র নং-অব্যাসাকর্পোশা/বৈবাবি/৫৩৬/১৩, তারিখঃ ০২/১০/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক তা ডিমান্ড লোনে স্থানান্তর করা হয়।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) পর পর তিনটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে[মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী খ)]

(২) ডাউনপেমেন্টের ১৯,৬৪,০০০/- টাকা আদায় সাপেক্ষে এ অনুমোদন কার্যকর হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী-(গ)]।

(৩) প্রতিটি মাসিক কিস্তির জন্য আগাম তারিখযুক্ত ০১টি করে ও অতিরিক্ত ০১টি চেক Memorandum of Deposit of Cheques সহ গ্রহণ করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী-(ঙ)]।

(৪) ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর নির্দেশনানুযায়ী সিআইবিতে রিপোর্ট করতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী-(জ)]।

- ডিমান্ড লোনে পরিণত হওয়ার পর এই ঋণে কোন সুদ চার্জ করা হয়নি। মেয়াদ উত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাব রয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ঋণ আদায়ে তদাররিক অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণটি আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হলেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩০/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- আপত্তি পরবর্তী কোন টাকা আদায় হয়নি। ফলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআইএ্যক্ট মামলা নং-৯৯৮/১৭ দায়ের করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত গ্রাহক পুন:তফসিলের জন্য আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৯,৪৯,৮৫,৫৬৬/- (নয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছেষট্টি) বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ১৪,২২,০০,০০০/- (চৌদ্দ কোটি বাইশ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২১

শিরোনাম: শিল্প ঋণ প্রদানের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩,৬০,৫২,১৫০/- (তিন কোটি ষাট লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, রাজশাহী এর ২০১৩-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ লেজার, ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথি পত্র হতে দেখা যায় যে, মেসার্স এস.পি.জুট মিলস্ (প্রোঃ) লিঃ কে শিল্প ঋণ প্রদানের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩,৬০,৫২,১৫০/- (তিন কোটি ষাট লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২০” পৃষ্ঠা নং-২৭ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, রাজশাহী কর্তৃক শিল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা না করে যথাযথ সার্ভে ব্যতীত অনিয়মিতভাবে মেসার্স এস.পি.জুট মিলস্ (প্রোঃ) লিঃ কে ঋণ মঞ্জুরি পত্র নং মসরাসা/কর্পোঃ ৯৬৯/০০৪/১১, তারিখঃ ০৫/০৫/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ৯,২৮,০০,০০০/-(নয় কোটি আটাশ লক্ষ) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) বিক্রয়লব্দ অর্থ ঋণ হিসাবে জমার মাধ্যমে লেনদেন করতঃ মেয়াদকালের মধ্যে ঋণের দায় পূর্ণ সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের সাব-লিমিটি(আ)(ছ)]।

(২) শাখা কর্তৃক বন্ধকী দলিলের খসড়া প্রস্তুত করে তা প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে বন্ধকী দলিলাদী সম্পাদন করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী ৪(১০)]।

(৩) কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার নামে কোন প্রকার খেলাপী ঋণ নেই এ মর্মে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী ৪(১২)]।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে উদ্যোক্তা/প্রকল্পের দায়-দেনা সম্পর্কিত হালনাগাদ সিআইবি প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী ৪(১৩)]।

(৫) ঋণটি বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপক নিয়মিতভাবে ঋণ কার্যক্রম তদারকি করবেন। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ শর্তাবলী ৪(১৪)]।

- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত সাব লিমিট (অ) এর (গ) ঋণ ও ইকুটির অনুপাত ৪০:৬০ (ঘ) সুদের হার ১৩% মোট ৩৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ঋণটি পরিশোধ করতে হবে। এভাবে আদায়ের পর কোন টাকা বকেয়া থাকলে তা শেষ কিস্তির সাথে পরিশোধ করতে হবে।
- প্রাথমিক জামানত হিসাবে ২.৫৪ একর প্রকল্প ভূমির মূল্য প্রধান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয় শাখা এবং সার্কেল প্রতিনিধি কর্তৃক টাকা ১,৫৪,০০,০০০(এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) নিরুপণ করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, জমির মূল্য অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।
- প্রকল্প ঋণ প্রদানের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রকল্পের জায়গায় শুধু চারদিকে ভগ্নপ্রায় দেয়াল এবং আরসিসি পিলার এর কিছু অংশ নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়াও দেখা যায় যে, প্রকল্পের জায়গাটি অনেক নিচু এবং পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কোন প্রকার যন্ত্রপাতি দেখা যায়নি। এটি প্রায় অস্তিত্বহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অনিয়মিত ভাবে ঋণ গ্রহিতার সামর্থ্য যোগ্যতা ও সঠিক সার্ভে ব্যতীত এসপি জুট মিলস (প্রোঃ) লিঃ কে প্রদত্ত শিল্প ঋণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কু ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩,৬০,৫২,১৫০/- (তিন কোটি ষাট লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত প্রতিপালন না করে ঋণ প্রদান করা।
- কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- মেসার্স এসপি জুট মিল এর ঋণটি আদায়ের জন্য বন্ধকীকৃত সম্পতি নিলামে বিক্রয় করার জন্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় এবং পরবর্তীতে উকিল নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হলেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩০/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত ও মামলা নং-৩৪/১৬, তাং-১৮/৮/২০১৬খ্রিঃ চলমান। গ্রাহক পুন:তফসিলের জন্য আবেদন করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৩,৬০,৫২,১৫০/- (তিন কোটি ষাট লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ৩,৬১,০০,০০০/- (তিন কোটি একষট্টি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২২

শিরোনাম: প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় খেলাপি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩,৫৮,৮১,৩৪৬/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লালদিঘী পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০১৪-২০১৫ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ মঞ্জুরি নথি, সিএল বিবরণী, ব্যালেন্সিং রিপোর্ট, ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স ইকবাল ফুড প্রডাক্টস কে প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় খেলাপি ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৩,৫৮,৮১,৩৪৬/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "২১" পৃষ্ঠা নং-২৮ এবং ২৯ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লালদিঘী পূর্ব কর্পোরেট শাখা হতে প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ দূরে বিএসসিআইসি শিল্প এলাকা ছাগলনাইয়া, ফেনীতে অবস্থিত মেসার্স ইকবাল ফুড প্রডাক্টস এর অনুকূলে (প্রস্তাবিত) প্রকল্প ঋণ টাকা ১,৬৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ), চলতি মূলধন ঋণ টাকা ১,৩৯,০০,০০০/-(এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) বিনিয়োগ করলে সুদ বাবদ বছরে প্রায় টাকা ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) আয় হতে পারে শাখার এমন সুপারিশের প্রেক্ষিতে পোল্ট্রি ফিড ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২০/৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরি পত্র নং-লাল অগ্রণী/ঋণ/১৮৭/১৪ এর মাধ্যমে মেসার্স ইকবাল ফুড প্রডাক্টস এর অনুকূলে ৩৮:৬২ ঋণ ও ইকুইটি অনুপাতে টাকা ১,৬০,০০,০০০/- (এক কোটি ষাট লক্ষ) মেয়াদী মূলধন ঋণ (প্রকল্প ঋণ) এবং টাকা ১,৩৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) স্বল্প মেয়াদী চলতি মূলধন সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত মঞ্জুরি পত্র অনুযায়ী প্রকল্প ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ৫ বছরে অর্থাৎ ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত (৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৬ মাস রেয়াতী সময়সহ) ১৬ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং সিসি (হাইপো) ঋণ ১ বছর মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী ২(ক)(৫)]।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ইক্যুইটির সমপরিমান অর্থ শাখার চলতি হিসাবে জমা রাখতে হবে, যা ব্যাংক ঋণের সাথে আনুপাতিক হারে প্রদেয় হবে [মঞ্জুরি পত্রের নির্দেশাবলী ৫(১০)] ।

(২) প্রতিষ্ঠান/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোথাও কোন খেলাপী/শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে ঋণ বিতরন করা হবে [মঞ্জুরি পত্রের নির্দেশাবলী ৫(২৪)] ।

(৩) প্রতিষ্ঠানের নামে অন্যান্য ব্যাংকের দায় দেনা থাকলে তা পরিশোধ সাপেক্ষে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হবে [মঞ্জুরি পত্রের নির্দেশাবলী ৫(২৫)] ।

(৪) শাখা প্রধানের তত্ত্বাবধানে বন্ধক/চার্জ দলিলাদি সম্পাদন/গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং ঋণের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ এ ঋণ সময়মত আদায়ের জন্য শাখা প্রধানের নিবিড় তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে [মঞ্জুরি পত্রের নির্দেশাবলী ৫(২৮)]।

- ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখা কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে যে, উদ্যোক্তার নির্ধারিত ইকুইটি যথাযথভাবে ব্যবহৃত/লগ্নী হয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের ইকুইটির সমপরিমাণ অর্থ শাখার চলতি হিসাবে জমা রাখার শর্ত থাকলেও চলতি হিসাবে জমা না করে পূর্ত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। [মঞ্জুরি পত্রের শর্তাবলী ২ (৬), ৫(১০)]।
- মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী অনুযায়ী শাখা ব্যবস্থাপককে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন পরবর্তী ঋণ আদায়ে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ এ ঋণ সময়মত আদায়ের জন্য শাখা প্রধানের তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু ঋণের নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা ঋণের তদারকির জন্য কোন কর্মকর্তাকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়নি এবং ঋণ ও অগ্রিম শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কোন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলীর ১৫,২৮ ও ৪০]।
- প্রকল্প ঋণের হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় ১০/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রথম ঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়। তদানুযায়ী ৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৬ মাস রেয়াতী সময় বাদ দিয়ে ১০/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তির টাকা ১৩,৭৫,০০০/-(তের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু ঋণ গ্রহিতা উক্ত কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হন এবং ১০/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩ টি কিস্তির টাকা পরিশোধ করেননি। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের সিসি(হাইপো) ঋণ হিসাবটির মেয়াদ বিগত ২৭/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও ঋণ গ্রহিতা কোন অর্থ পরিশোধ করেননি। বর্তমানে প্রকল্প ঋণের লেজার স্থিতি টাকা ১,৯৭,৬৪,৭৩৮/-(এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত আটত্রিশ)।

- প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার কোন তথ্য প্রমাণক নথিতে না থাকলেও সিসি (হাইপো) খাতে বিতরণকৃত টাকা ১,৩৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) সুদাসলে টাকা ১,৬১,১৬,৬০৮/- (এক কোটি একষট্টি লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত আট) অনাদায়ি রয়েছে। ফলে প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) খাতে মোট অনাদায়ির পরিমাণ টাকা (১,৯৭,৬৪,৭৩৮/- + ১,৬১,১৬,৬০৮/-) = টাকা ৩,৫৮,৮১,৩৪৬/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ)।
- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ১০/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণের ০৩ টি কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহক কর্তৃক শাখার জমাকৃত অগ্রিম চেক সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে জমা করা হয়নি এবং এ বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।
- তাছাড়া ঋণের সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধককৃত জমির মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় ২২.১১ শতক বিএসসিআইসি এর শিল্প প্লট, যার মূল্য টাকা ২,২১,১০,০০০/- (দুই কোটি একুশ লক্ষ দশ হাজার)। অপরদিকে বর্তমানে ঋণের দায়স্থিতি সহায়ক জামানতের অনেক উর্ধ্বে অর্থাৎ টাকা ৩,৫৮,৮১,৩৪৬/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ) ঋণ গ্রহীতা ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলন করে ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। কাজেই এক্ষেত্রে বর্ণিত প্রকল্প ঋণের টাকা ব্যাংকের অনাদায়ি।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরির শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক ব্যবস্থাপনার কার্যকর তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আদায়যোগ্য কিস্তিসমূহ পরিশোধের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। কিস্তির চেকসমুহ নগদায়ন না হওয়ায় ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে সি.আর মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হলেও কোন জবাব নিরীক্ষায় প্রেরণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণহিসাবটি শ্রেণিকৃত। এক্সিট সুবিধার আওতায় সুদ মওকুফ করা হলেও গ্রাহক উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হন। ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক পুন:তফসিল করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৩,৫৮,৮১,৩৪৬/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ একাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ৫,০৫,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২৩

শিরোনাম: সিসি (হাইপো) ও সিসি প্লেজ) ঋণ সুবিধা সীমার অংক নবায়ন করার পরও মেয়াদোত্তীর্ণ অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৪,৫০,৮৪,১৫০/- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৪ ও ২০১৫ সালের হিসাব ০৭-০২-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৪-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বোর্ড ডিভিশনের নথি, সিএল বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স কর্ণফুলী সী ফুড কে সিসি (হাইপো) ও সিসি প্লেজ) ঋণ সুবিধা সীমার অংক নবায়ন করার পরও মেয়াদোত্তীর্ণ অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ৪,৫০,৮৪,১৫০/- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "২২" পৃঃ নং-৩০ এবং ৩১ এ দেখানো হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের স্মারক নং-৪৯১/১৪ তারিখঃ ২৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদিত ঋণের আলোকে মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, চট্টগ্রাম সার্কেল এর স্মারক নং-মহাব্যচস/ঋণ সিসি/চদঅ/৩২৪৩(৩)/ ০৮/১০৪২/২০১৪ তারিখ: ১১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স কর্ণফুলী সী ফুড এর অনুকূলে সিসি (হাইপো) টাকা ২,৫০,০০,০০০/-(দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) ও সিসি (প্লেজ) টাকা ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ৩১/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও ঋণ হিসাব পরিচালনের নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী-১০(৪)]

(২) আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিবিড় তদারকি/অনুসরণ অব্যাহত রাখতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী-১০(১৩)]

(৩) ঋণের অর্থ ব্যবসায়ের চলতি মূলধন ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যবহার কিংবা প্রবাহিত করা যাবে না। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী-১০(১৯)]

(৪) কোন অবস্থাতেই ঋণসীমার অধিক বা উত্তোলন ক্ষমতার অধিক উত্তোলন প্রদান করা যাবে না। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী-১০(৩০)]

(৫) সম্পূর্ণ ঋণাংকের জন্য Memorandum of Deposit of Cheques সম্পাদনসহ অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে। [মঞ্জুরি পত্রের বিশেষ নির্দেশাবলী-১০(৩১)]

- ঋণসীমা প্রতি ১২০ দিন অন্তর অন্তর একবার সাময়িক সমন্বয়সহ মেয়াদকালের মধ্যে বা মেয়াদকালের শেষদিনে চূড়ান্তভাবে সমন্বয় করতে হবে। যদি লিমিটটি মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে এ হিসাব হতে উত্তোলন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় উপরোক্ত শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। ব্যাংক বিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয়, ২২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সিসি (হাইপো) ও সিসি (প্লেজ)-এ যথাক্রমে টাকা ২,৯১,৪৮,৬৬৩/-(দুই কোটি একানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত তিষট্টি) এবং টাকা ১,৫৯,৩৫,৪৮৭/-(এক কোটি উনষাট লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার চারশত সাতাশি) সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে [মঞ্জুরি পত্রের শর্ত নং৭]।
- অদ্যাবধি ঋণ গ্রহিতা ঋণের টাকা পরিশোধ বা ঋণ পুনঃতফসিলের কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত ঋণ আদায়কল্পে তদারকি বা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি উক্ত গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।
- মূলত নিবিড় তদারকির অভাবে ঋণ হিসাবটি সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে ফলে ব্যাংকের টাকা ৪,৫০,৮৪,১৫০/-(চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত পঞ্চাশ) অনাদায়ি।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরির শর্ত প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানকে অসংখ্যবার ব্যক্তিগতভাবে, ফোনে এবং পত্রের মাধ্যমে তাগাদাপত্র প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহিতা ঋণ সমন্বয়ের আশ্বাস প্রদান করলেও বাস্তবে তা করেনি। ফলে ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানের নামে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের পত্র নং-চদঅ/টেন্ডার/৪৫৪/২০১৬ তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের পাবলিক রিলেশনস ডিভিশনে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ০৩ (তিন) বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- তবে ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও মন্দ পরিমাণে শ্রেণিকৃত। ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক পুন:তফসিলের সুবিধা গ্রহণ করেননি। গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা নং-৮২/১৬, তাং-০৯/৮/২০১৬ খ্রিঃ চলমান।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী টাকা ৪,৫০,৮৪,১৫০/- (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত পঞ্চাশ) এর বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ টাকা ৬,৮৩,০০,০০০/-(ছয় কোটি তিরাশি লক্ষ) অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২৪

শিরোনাম: প্রকল্প পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং পুন:তফসিল করার পরও ব্যাংকের টাকা ১০,৬০,১২,২০২/- (দশ কোটি ষাট্ট লক্ষ বার হাজার দুইশত দুই) অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লালদিঘীরপাড় কর্পোরেট শাখা, সিলেট এর ২০০৯-২০১৫ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণের নথি, সিএল বিবরণী, মঞ্জুরি পত্র, হিসাব বিবরণী ও এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টস পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ এবং পুন:তফসিল করার পরও ব্যাংকের টাকা ১০,৬০,১২,২০২/- (দশ কোটি ষাট্ট লক্ষ বার হাজার দুইশত দুই) অনাদায়ি রয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "২৩" পৃষ্ঠা নং- ৩২ এবং ৩৩ এ দেখানো হলো]।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সিলেট সার্কেল কার্যালয়, সিলেট এর মঞ্জুরি পত্র নং-মহা ব্যসিসা/এলডিপি/প্রকল্পঋণ/০০৩/১২তারিখঃ-১২/৩/২০১২ এর মাধ্যমে "সিলেট ডেইরী এন্ড এগ্রোফিসারীজ লিঃ এর অনুকূলে টাকা ৬,২০,২০,০০০/- (ছয় কোটি বিশ লক্ষ বিশ হাজার) প্রকল্প ঋণ (দুগ্ধজাত পণ্য, পোনা উৎপাদন, মৎস্য চাষ এবং গরু মোটা তাজাকরণ ইত্যাদি) ও টাকা ১,৭৫,০৭,০০০/- (এক কোটি পচাত্তর লক্ষ সাত হাজার) চলতি মূলধন সিসি (হাইপো) সহ মোট টাকা ৭,৯৫,২৭,০০০/- (সাত কোটি পচানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার) যথাক্রমে ১৩% ও ১৬% সুদে ৭ বৎসর ও ১ বৎসর মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত শাখা হইতে ০৬/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণের প্রথম কিস্তি এবং ২৭/১/২০১৪ খ্রিঃ ঋণের সর্বশেষ কিস্তি বিতরণ করা হয়।

ঋণ মঞ্জুরির উল্লেখযোগ্য শর্তাবলি :

(১) কোন কিস্তি ৬০ (ষাট) দিনের অধিক মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ অবস্থায় থাকিলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। [পুনঃতফসিলের শর্ত-১]

(২) হালনাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে। [পুনঃতফসিলের শর্ত-২]

- মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হইতে ৬ মাস বাস্তবায়ন ও ৩ মাস রেয়াতী সময়সহ ঋণের মেয়াদ মোট ৭(সাত)বছর। ৬/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন ও রেয়াতী সময় শেষে কিস্তি আদায়যোগ্য। কিন্তু প্রকল্পটি পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় ঋণ গ্রহিতা কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি।
- পরবর্তীতে ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠানের ১২/৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আবেদন ও শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯/১/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময় ৯(নয়) মাস বৃদ্ধি করে ৬/১২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ঋণের ১ম ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধের তারিখ ০৬/০৩/২০১৪ খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়।
- ৬/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ে আদায়যোগ্য সুদের পরিমাণ টাকা ২,৫০,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) এবং আদায়কৃত সুদের পরিমাণ টাকা ৪১,১১,৩৬০/- (একচল্লিশ লক্ষ এগার হাজার তিনশত ষাট)। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও রেয়াতী সময়ের শেষ তারিখ ০৬/১২/২০১৩ খ্রিঃ এবং আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা ০২ টি (৬/৩/২০১৪ খ্রিঃ ও ৬/৬/২০১৪ খ্রিঃ), আদায়যোগ্য কিস্তি/অর্থের পরিমান টাকা (৩৭.৩৫ লক্ষ*২)= টাকা ৭৪,৭০,০০০/- (চুয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার)। আদায়কৃত কিস্তির অর্থের পরিমান টাকা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)। অনাদায়ী কিস্তির অর্থের পরিমান টাকা (৭৪.৭০ লক্ষ – ২.০০ লক্ষ)=টাকা ৭২,৭০,০০০/- (বাহাত্তর লক্ষ সত্তর হাজার)।
- পরবর্তীতে মেসার্স সিলেট ডেইরী এন্ড এগ্রোফিসারীজ লিঃ এর প্রকল্প ঋণ টাকা ৬,২০,২০,০০০ (ছয় কোটি বিশ লক্ষ বিশ হাজার) এর ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ৬/৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে এক বছর বৃদ্ধি করে ৬/৩/২০১৫ খ্রিঃ নির্ধারণ এবং ঋণের মেয়াদ ৫/৬/২০১৯ খ্রিঃ হতে ০২ বৎসর বৃদ্ধি করে ৫/৬/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ পূবর্ক ত্রৈমাসিক হারে টাকা ৪৪,৮২,৬৮৪/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত চুরাশি) কিস্তি পরিশোধের শর্তে পুনঃতফসিলকরণ প্রস্তাবটি ২৭/৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ৩৮২ তম সভায় অনুমোদিত হয় এবং মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয় সিলেট সার্কেল সিলেট এর মঞ্জুরি নং-মব্যস/সিসা/ঋণ/১৩৭২/১৪ তারিখঃ ১৪/৯/২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক শাখাকে অবহিত করা হয়।

- পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী পুনঃতফসিলের পর গ্রাহক ঋণ টাকা ৪৪,৮২,৬৮৪/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত চুরাশি) এর ৪টি কিস্তির মধ্যে (৬/৩/২০১৫ খ্রিঃ ৬/৬/২০১৫ খ্রিঃ, ৬/৯/২০১৫ খ্রিঃ ও ৬/১২/২০১৫ খ্রিঃ) একটি কিস্তি ও পরিশোধকরেনি। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী ৬/৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পর গ্রাহক ঋণের কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য। ফলে প্রকল্প ঋণের মোট অনাদায়ী টাকার পরিমান দাঁড়ায় টাকা (৮,৯৯,৮৭,০১৪+৪৩,১১,৩৬০)=টাকা ৮,৫৬,৭৫,৬৫৪/-(আট কোটি ছাপান্ন লক্ষ পচাত্তুর হাজার ছয়শত চুয়ান্ন) এবং কার্যকরী মূলধন সিসি(হাইপোঃ) ঋণটি ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ঋণের কোন অর্থ আদায় না হওয়ায় ঋণের অনাদায়ী অর্থের পরিমান দাঁড়ায় টাকা ২,০৩,৩৬,৫৪৮/-(দুই কোটি তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাচশত আটচল্লিশ)।
- বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ। ফলে মোট অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় টাকা (৮,৫৬,৭৫,৬৫৪/-+ ২,০৩,৩৬,৫৪৮/) = টাকা ১০,৬০,১২,২০২/-(দশ কোটি ষাট লক্ষ বার হাজার দুইশত দুই)। উক্ত ঋণের অনাদায়ী অর্থ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ মঞ্জুরির শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান।
- ব্যাংক ব্যবস্থাপনার তদারকির অভাব।
- আইননুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত বিষয় সম্পর্কে ০৩ (তিন) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও উহার অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১৬/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
- ফেব্রুয়ারী/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে যাচাইকালে দেখা যায় মামলা নং-১২/২০১৮ তাং-০৮/০২/২০১৮ দায়ের করা হলেও অনাদায়ি অর্থ আদায় হয়নি। গ্রাহক বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫ এর আওতায় পুন:তফসিল সুবিধা গ্রহণ করেননি।
- উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিশিষ্ট অনুযায়ী ১০,৬০,১২,২০২/- (দশ কোটি ষাট লক্ষ বার হাজার দুইশত দুই) টাকার বিপরীতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখের ফলোআপ অডিটের প্রতিবেদন এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মোতাবেক হালনাগাদ ১৫,০৫,০০,০০০/-(পনের কোটি পাঁচ লক্ষ) কোটি টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ: ১৫. ১১. ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮. ২. ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
শিল্প,বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর